‘আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে’ কথাটি কি সঠিক?

গবেষণা সিরিজ-৩১

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯
E-mail : qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ
QRF Admin : 01944411560, 01755309907
QRF Dawah : 01979464717
Publication : 01972212045
QRF ICT : 01944411559
QRF Sales : 01944411551, 01977301511
QRF Cultural : 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1383-0

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২২

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১৩০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
অথেন্টিক প্রিন্টার্স
২১৭/৩, ১ নম্বর গলি, ফকিরাপুল
মতিঝিল, ঢাকা
ফোন : ০২-৭১৯২৫৩৯, মোবাইল : ০১৭২০১৭৩০১০

সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	সারসংক্ষেপ	৭
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৮
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১২
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৫
৫	মূল বিষয়	২৬
৬	বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টির গুরুত্ব	২৭
৭	নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্য বইয়ে উল্লেখ থাকা তথ্য	২৭
৮	ইসলামী শিক্ষার (মাদ্রাসা) সিলেবাসভূক্ত বই এবং অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থে নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে উল্লেখ থাকা তথ্যের সারসংক্ষেপ	৩৫
৯	আল কুরআনে কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন– কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৩৭
১০	আল কুরআনের কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করে আল্লাহ কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন– কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৪৫
১১	কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) উভয় ধরনের আয়াত আছে– কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৫১
১২	কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই- কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৫৯
১৩	সুন্নাহ (হাদীস) দিয়ে কুরআন রহিত (মানসুখ) হওয়া কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৬২
১৪	নাসিখ-মানসুখের দলিল হিসেবে বলা আয়াতসমূহের শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৬৭
১৫	কুরআন কর্তৃক পূর্বের কিতাবের আয়াত রহিত হওয়ার উদাহরণ	৭২

১৬	নাসিখ-মানসুখের দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করা আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ	৭৫
১৭	কুরআনের পূর্বে আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ বের হওয়ার কারণ	৭৬
১৮	কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আর সংস্করণ না পাঠানোর কারণ	৭৭
১৯	এ পর্যন্তকার আলোচনা হতে নিশ্চিতভাবে যা জানা যায়	৮১
২০	নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি সমর্থনকারী কিছু হাদীস ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা	৮২
২১	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়েছে বলে প্রচারিত আয়াতের অতীতের একটি তালিকা	৮৬
২২	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়েছে বলে প্রচারিত আয়াতের সর্বশেষ তালিকা	৮৮
২৩	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত বলে প্রচারিত সর্বশেষ তালিকার পূর্বের তালিকার ৪টি আয়াতের পর্যালোচনা	৮৯
	তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত বলে প্রচারিত আয়াতসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনার সময় যে কথা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে	৮৯
	১. 'সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতটি দিয়ে ১৮৪ নং আয়াতের সিয়ামের ফিদিয়ার (বিনিময়) অংশটি রহিত হয়ে গেছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৯১
	২. 'সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে না আসার হুকুমটি রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৯৭
	৩. 'সুরা মায়েদার ৩ ও বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে থাকা মৃত জীব খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুমটি মাছের ব্যাপারে' হাদীস দিয়ে রহিত হওয়া বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	৯৯
	৪. 'সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতের মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণপোষণের বিষয়টি সুরা বাকারার ২৩৪ ও নিসার ১২ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ (রহিত) হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১০৩

২৪	মানসুখ (রহিত) আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকায় থাকা আয়াত ৪টির মানসুখ হওয়ার সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১০৬
	১. 'সুরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতের ওয়ারিশদের জন্য অসিয়াত করার হুকুমটি রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১০৬
	২. 'সুরা আনফালের ৬৫ নং আয়াতে থাকা যুদ্ধ জয়ের সৈন্য-সংখ্যার বিষয়টি ৬৬ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১২২
	৩. 'সুরা মুজাদালার ১২ নং আয়াতে থাকা রসূল (স.)-এর সাথে গোপনে কথা বলার জন্য সদাকা দেওয়ার বিষয়টি ১৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১২৫
	৪. 'সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে থাকা তাহাজ্জুদ সালাতের সময়ের পরিমাণের বিষয়টি একই সুরার ২০ নং এবং সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা	১৩৭
২৫	নাসিখ-মানসুখ দিয়ে ইসলামের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে	১৪৪
২৬	শেষ কথা	১৪৫

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

নিজে পড়ুন

সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

আল কুরআনের কতিপয় আয়াত নাসিখ এবং মানসুখ (রহিতকারী এবং রহিত) হওয়ার বিষয়টি সকল সাধারণ মুসলিম না জানলেও ইসলামী (মাদ্রাসা) শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জানেন। বিষয়টিতে উচ্চতর ডিগ্রিও দেওয়া হয়। আর এ বিষয়ে বহুল প্রচলিত একটি কথা হলো– কুরআনের সঠিক তরজমা (অর্থ) বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) করতে হলে অবশ্যই নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে গভীর, বিস্তারিত ও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়টি মুসলিম জাতির ভীষণ ক্ষতি করেছে, করছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। একটি আয়াত অন্য একটি আয়াতকে রহিত করতে পারে যখন আয়াত দুটির বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরোধী হয়। তাই, প্রধানত তিনটি উপায়ে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি মুসলিম জাতির ক্ষতি করছে–

১. 'কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই'– কুরআনের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ মূলনীতিটি হারিয়ে দিয়ে। এর ফলে কুরআনের অনেক বিষয়ের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম জাতির কাছে নেই।
২. 'তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা রহিত হয়ে গেছে' কথাটির মাধ্যমে কুরআনের বেশকিছু আয়াতের অপূর্ব কল্যাণ থেকে বিশ্বমানবতাকে সরাসরি বঞ্চিত করা।
৩. 'তিলাওয়াত ও শিক্ষা দুটোই রহিত হয়ে গেছে' কথাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ সম্পর্কে বিধর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও খারাপ হবে।

প্রকৃত বিষয় হলো– কুরআনের কোনো আয়াত রহিত হয়নি। অন্য কথায় আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। কুরআন পূর্বের কিতাবের নাসিখ (রহিতকারী)। কিন্তু স্বীয় আয়াতের নাসিখ নয়।

পুস্তিকাটিতে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি নাসিখ-মানসুখ বিষয়টির মহা অকল্যাণ থেকে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতাকে উদ্ধার করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারিণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন– 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা হতে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস হতেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ হতে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত হতে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য হতে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. عُلِّمَ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا .

আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত হতে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

. ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি হতে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ হতে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য হতে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ হতে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) হতে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ হতে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ হতে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস হতে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

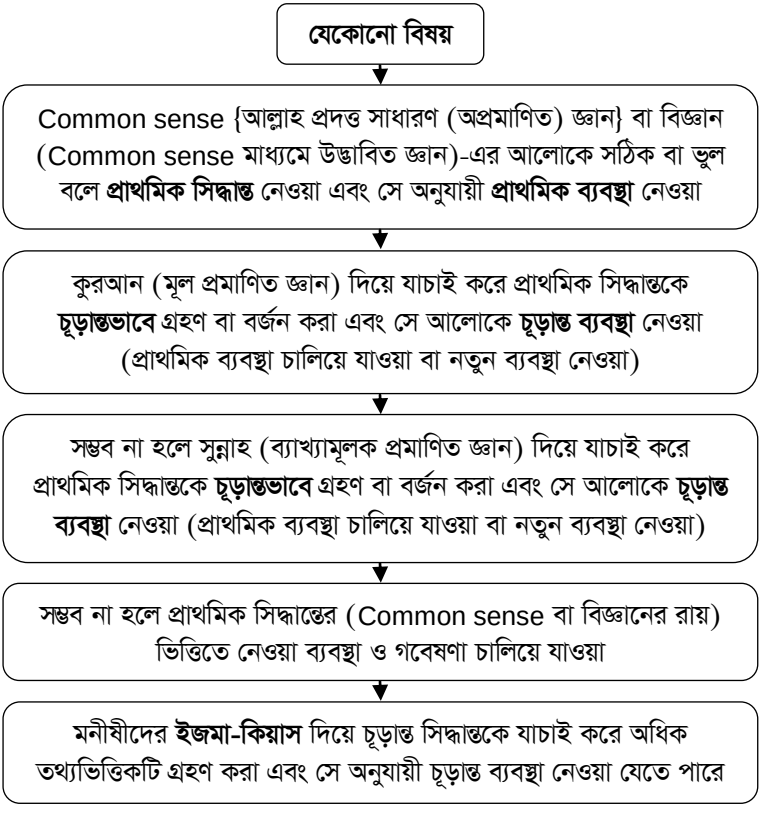

মূল বিষয়

আল কুরআনের আয়াত নাসিখ এবং মানসুখ (রহিতকারী এবং রহিত) হওয়া বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীও দেওয়া হয়। এ বিষয়টি সকল মাদ্রাসা পড়া ব্যক্তিগণ জানেন এবং বিশ্বাস করেন। বিষয়টিকে কেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় তা বোঝা যায় প্রচলিত এ কথাটি থেকে– কুরআনের সঠিক তরজমা (অর্থ) বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) করতে হলে অবশ্যই নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে গভীর, বিস্তারিত ও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense/আকলের তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করা নাসিখ-মানসুখ বিষয়ক প্রচলিত কথাগুলো সঠিক কি না। আর সঠিক না হলে এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য কী হবে তা মুসলিম জাতিকে জানানো। আর এর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার মহাক্ষতি থেকে মুসলিম জাতি এবং বিশ্ব-মানবতাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টির গুরুত্ব

তথ্য-১

কুরআনের তরজমা (অনুবাদ) বা তাফসীর (ব্যাখ্যা) করতে চাওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কে বিস্তারিত, পরিষ্কার ও গভীর ধারণা থাকতে হবে।

তথ্য-২

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি ইসলামী শিক্ষার সিলেবাসে আছে এবং বিষয়টিতে (PhD and others) উচ্চতর ডিগ্রীও প্রদান করা হয়।

তথ্য দুইটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সমগ্র মুসলিম বিশ্বে নাসিখ-মানসুখ (কুরআনের আয়াত রহিত করণ) বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে মাদ্রাসার সিলেবাসের বই এবং অন্যান্য বইয়ে উল্লেখ থাকা তথ্য

চলুন প্রথমে জেনে নেওয়া যাক মাদ্রাসার সিলেবাসভুক্ত বই এবং অন্যান্য বইয়ে নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে কী কী তথ্য আছে অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে কী শেখানো হয়।

তথ্য-১

❖ **কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) মূলনীতি**

কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) মূলনীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত মূলনীতিতে নাসিখ-মানসুখের জ্ঞান থাকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থে বিষয়টি যেভাবে উল্লিখিত আছে–

গ্রন্থ-১

❑ **কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, আল মিলাল ওয়ান নিহাল ও আবু হুরায়রা কর্তৃক রচিত উসূলুল ফিকহ**

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম থাকবে, তার

জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করা ছাড়া অন্য পথ নেই–

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান।
২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান।
৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা।
৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা।
৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসূল (স.)-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দিয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্থ থাকা।
৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া।
৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষভাবে ভূষিত হওয়া।
৮. প্রখর স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।
৯. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের নীতিমালা সমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।

(১. কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০, ২. উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৬৩, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, মিশরী ছাপা)

গ্রন্থ-২

❑ মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

এ গ্রন্থে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো –

১. সহীহ আকীদা সম্পন্ন হওয়া।
২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া।
৩. ইলমুত তাওহীদ জানা।
৪. ইলমুল আকায়েদ জানা।
৫. কুরআনের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআন দিয়ে করা।
৬. এরপর কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে খোঁজ করা, কারণ তা কুরআনের সরাসরি ব্যাখ্যা।
৭. এরপর সুন্নায় ব্যাখ্যা না পেলে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা খোঁজা।
৮. কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা না পেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দেখা।
৯. আরবী ভাষাতত্ত্বে পণ্ডিত হওয়া।

১০. ইসলামী আইনতত্ত্ব (ফিকহ) জানা।
১১. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা।
১২. নাসিখ-মানসুখ জানা।
১৩. মুহকাম মুতাশাবেহাহ জানা।
১৪. ইলমুল ক্বিরাত জানা।
১৫. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান জানা।
১৬. একটি অর্থকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য দান ও একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থ বিশ্লেষণ করে বের করার মতো সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

{মান্না আল-ক্বাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৩৪০।}

গ্রন্থ-৩

❑ আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন

১. সহীহ আকীদা।
২. সহীহ নিয়্যত।
৩. নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির ধারণা।
৪. আরবী ভাষার জ্ঞান ও শৈলী।
৫. শানে নুযুল।
৬. কুরআনের একত্রায়ন ও তারতীব।
৭. মাক্কী মাদানী সূরা।
৮. নাসিখ-মানসূখ।
৯. মুহকাম মুতাশাবিহ।
১০. উসূলে হাদীসের জ্ঞান।
১১. উসূলে ফিকহের জ্ঞান।
১২. ইত্যাদি।

{আস-সুয়ূতী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন (মিশর : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০০-২৩০}

গ্রন্থ-৪

❑ মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর

১. আরবী ভাষা– ইলমুন নাহু, ইলমুস সরফ, ইলমুল ইশতিক্বাক, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল কিরাআত।
২. উসুলুদ্দীন– কুরআনের আয়াত থেকে হালাল হারাম বের করার যোগ্যতা।

৩. উসূলুল ফিকহ।
৪. শানে নুযুল ও ক্বাসাস।
৫. নাসিখ-মানসূখ।
৬. হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের ইমাম হওয়া।
৭. আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব।
৮. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা।
৯. আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।
১০. ইত্যাদি।

(আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী, *মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর*, পৃ. ৫-৭)

তথ্য-২

❖ কুরআন ছাড়া আল্লাহর নাযিল করা অন্য কোনো কিতাবে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি না থাকা

"মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদিকে 'নাসখ' (কুরআনের আয়াত রহিতকরণ) দ্বারা বিশেষভাবে বিশেষায়িত করেছেন। অন্য কোনো নবীর উম্মতের জন্য 'নাসখ'-এর বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ নাসিখ-মানসুখের বিধান শুধু উম্মতে মুহাম্মাদির শরীয়াতে রয়েছে। অন্য কোনো নবীর শরী'য়তে এ বিধান ছিল না।"

(মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, *রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম*, বৈরূত : মাকতাবাতুল গাযযালী, ১৯৮০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৯৭-১০০)

তথ্য-৩

❖ নাসখ (আয়াত রহিত করণ) ব্যবস্থার কল্যাণ

কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়া বিষয়ে মানুষের নানাবিধ কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। যেমন– নাসখ দ্বারা শরী'য়তের বিধানকে সহজ করা হয়েছে। মানুষ যাতে শরী'য়তের বিধানকে সহজে পালন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে শরী'য়তের কোনো একটি হুকুমকে রহিত করে তদস্থলে অন্য হুকুমকে সংস্থাপন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর এরশাদ করেন–

... ...يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ . .. .

... আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং কঠিন করতে চান না। ...

(সুরা বাকারা/২ : ১৮৫)

নাসখের আর একটি কল্যাণ হলো– সময় উপযোগী হুকুম জারী করা। প্রথমে একটি বিধান নাযিল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রক্ষিতে উক্ত

হুকুমকে রহিত করে যুগ উপযোগী হুকুম প্রদান করা হয়। অনুরূপ কোনো সময়ে বা এক স্থানে একটি বিধান মানুষের জন্য হিতকর ছিল, পরবর্তীতে উক্ত বিধান অন্য স্থানে ক্ষতিকর হয়ে যায়। তখন স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানের নাসখ বা রহিতকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা পূর্বের বিধানকে রহিত করে (বা ভুলিয়ে দিয়ে) প্রয়োজন ও মাসলাহাত অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাযিল করেন যার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ নিহিত। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ... ...

আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই সে জায়গায় তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ১০৬)

(রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক– মাও. আমীমুল ইহসান ও মাও. মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক– মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ-৫০)

তথ্য-৪

❖ মানসুখ (রহিত হওয়া) আয়াতের সংখ্যা

তথ্য-৪.১

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) 'মানসুখ' আয়াতের সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে তার রচিত 'আল ফাউযুল কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন– পূর্ববর্তী (তাবেঈন) মুফাসসিরগণ 'নসখ' শব্দটি যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন তাতে এ বিতর্কটি বেশ ব্যাপক হয়ে ওঠে। সে ধারা অনুসরণ করে জ্ঞানের পরীক্ষার ক্ষেত্রও প্রশস্ত হয়ে যায়। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায় মতানৈক্যের প্রসারতা। বস্তুত তাদের সব মতগুলো যদি সামনে রাখা হয়, তাহলে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা পাঁচ শতেরও ওপরে চলে যায়। বরং সে বিভিন্ন মতগুলো যদি সময় নিয়ে যাচাই করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে মানসুখ আয়াত অসংখ্য।

পরবর্তীকালের (মুতাআখখারীন) মুফাসসিরগণ 'নসখ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেই বিবেচনায় অবশ্য মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক কম হয়। বিশেষ করে আমরা তার যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি সে হিসেবে তার সংখ্যা কয়েকটি আয়াতের বেশি নয়।

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) তার বিখ্যাত 'আল-ইতকান' গ্রন্থে কতিপয় তাফসীরকার আলেমের অনুসৃত অর্থের বিশ্লেষণ দানের পর, মুতাআখ্খারীনদের ধারা মতে মানসুখ আয়াতের বর্ণনায় ইবনে আরাবীর অনুসরণ করেছেন। এভাবে তিনি ২১টি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমার মতে এগুলোর ভেতরেও এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলোকে মানসুখ বলে আখ্যায়িত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

এরপর শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) ঐ ২১টি আয়াতের ব্যাপারে তাঁর পর্যালোচনা উল্লেখ করেছেন এবং সবশেষে লিখেছেন– 'আল্লামা সুয়ূতীও ইবনে আরাবীর অনুসৃত অভিমত সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন– কেবল ওপরের আয়াতগুলো মানসুখ হয়েছে। যদিও তার ভেতরে কিছু কিছু আয়াতের তানসীখ (রহিত হওয়া) সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এসব আয়াত ছাড়া আর কোনো আয়াতের তানসীখ দাবী করা একেবারেই ভিত্তিহীন। বেশি খাঁটি কথাতো সেগুলোও মানসুখ নয়। এ হিসেবে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা আরও কমে যায়।

ওপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আমার কাছে পাঁচটি আয়াতের বেশি মানসুখ নয়। তাই কেবল সেই পাঁচটি আয়াতের তানসীখই দাবী করা যেতে পারে।

(আল-ফাউযুল কবীর ফী উসূলিত তাফসীর। রচয়িতা– শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ.। বাংলা নাম– কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি। অনুবাদক অধ্যাপক আখতার ফারুক। প্রকাশক হাফেজ মাও. নোমান ও মাও. ইমরান। দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০০৪ ইং। পৃষ্ঠা– ৪৬ থেকে ৫৬)

তথ্য-৪.২

বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী (এখনো জীবিত আছেন) তার রচিত 'উলুমুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন– আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের পরিভাষায় নসখের ভাবার্থ খুবই ব্যাপক ছিল। তাই তারা মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক বেশি সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.), পরবর্তী উলামায়ে কিরামের পরিভাষা অনুযায়ী লিখেন– সমগ্র কুরআনে মাত্র ১৯টি আয়াত মানসুখ।

তারপর শেষযুগে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) সে উনিশটি আয়াতের মাঝে বিশদ ব্যাখ্যা করে মাত্র পাঁচটির মাঝে নসখ স্বীকার করেছেন। আর বাকি আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত তাফসীরকে অগ্রাধিকার

দিয়েছেন, যা দ্বারা আয়াতগুলোকে মানসুখ হিসেবে মেনে নিতে না হয়। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আয়াতের মাঝেই হযরত শাহ সাহেবের ব্যাখ্যা যুক্তি ও বিবেকগ্রাহ্য। কিন্তু কোনো কোনো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্যও রয়েছে।

এরপর বিচারপতি সাহেব, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) যে পাঁচটি আয়াত মানসুখ বলেছেন সেগুলোকে পর্যালোচনা করেছেন। ঐ পর্যালোচনায় শাহ সাহেবের মানসুখ তালিকার একটি আয়াত পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন– হযরত শাহ সাহেব এবং অন্যান্যদের বক্তব্য হচ্ছে, এর দ্বারা পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা (সুরা আহযাবের ৫০ নং আয়াত দ্বারা ৫২ নং আয়াতের বক্তব্য) রহিত হয়ে গেছে। তবে প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে এ আয়াতের নসখের ব্যাপারটা নিশ্চিত নয়। বরং হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) এর পছন্দনীয় তাফসীরও চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পুরোটা একেবারেই সাদামাটা। অর্থাৎ উভয় আয়াতই নিজস্ব ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী অবতীর্ণ হয়েছে (উভয় আয়াতের হুকুম চালু আছে)।

(আল-কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান। মূল– বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী রচিত 'উলুমুল কুরআন'। অনুবাদক মাওলানা আবু রাহাত। বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স। দ্বিতীয় প্রকাশ এপ্রিল ২০০৮। পৃষ্ঠা : ১২০-১২২)

তথ্য-৫

❖ নসখের প্রকারভেদ

কুরআন মাজীদে নসখ তিন প্রকার। যথা–

১. যার তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত করা হয়েছে।
২. যার হুকুম রহিত হয়ে গেছে কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়নি।
৩. যার তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে কিন্তু হুকুম বহাল আছে।

(মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ১০৩)

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন নসখ চার প্রকার। যথা–

১. কুরআনকে কুরআন দ্বারা রহিত করা।
২. কুরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।
৩. হাদীসকে কুরআন দ্বারা রহিত করা।
৪. হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা।

(মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ১০৫)

তথ্য-৬

❖ সুন্নত বা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া

এ বিষয়ে মুফাস্‌সির ও আলেমগণের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। যেমন–

ক. অধিকাংশ আহলে হাদীস, ইমাম শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আহমেদ, আবদুল্লাহ ইবনে সাইদ, ইবনে সুরাইহ (রহ.) প্রমুখ আলেমের মতে কুরআনকে কুরআন ছাড়া হাদীস বা অন্যকিছু দ্বারা রহিত করা জায়েয নেই।

খ. জমহুরে ফুকাহা, হানাফী আলেমগণ, ইলমে কালাম বিশেষজ্ঞ আলেমগণ, ইমাম মালেক (রহ.) প্রমুখ আলেমের মতে সুন্নত বা হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা জায়েয।

(মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, খ. ১, পৃ. ১০৫-১০৮)

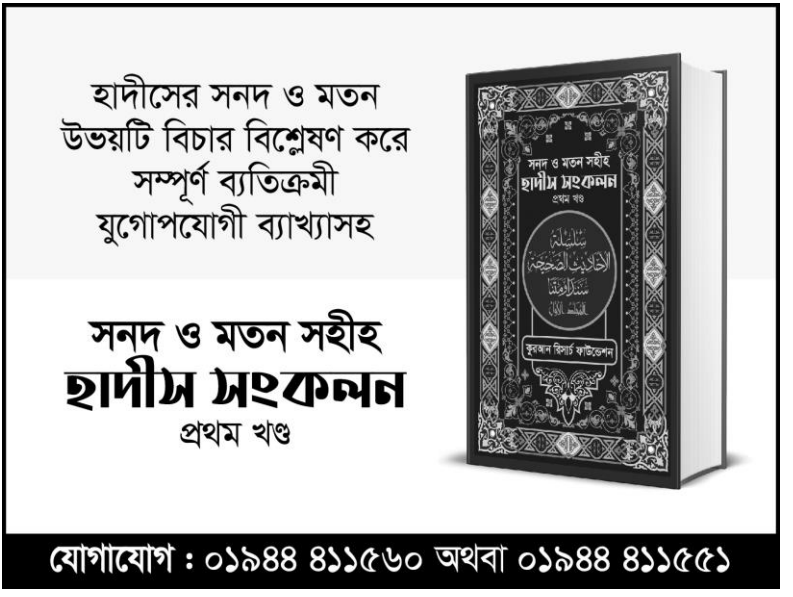

ইসলামী শিক্ষার (মাদ্রাসা) সিলেবাসভুক্ত বই এবং অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থে নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে উল্লেখ থাকা তথ্যের সারসংক্ষেপ

ক. নাসিখ-মানসুখের প্রকারভেদ

১. আল কুরআনে কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

২. আল কুরআনে কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করে আল্লাহ কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

৩. কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) উভয় ধরনের আয়াত আছে।

৪. কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই।

৫. কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা চালু আছে কিন্তু তিলাওয়াত চালু নেই।

৬. কুরআনের আয়াত দিয়ে পূর্বের কিতাবের আয়াতকে রহিত করা।

৭. কুরআনকে হাদীস দিয়ে রহিত করা (এ বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে)।

৮. হাদীসকে কুরআন দিয়ে রহিত করা।

৯. হাদীসকে হাদীস দিয়ে রহিত করা।

খ. নাসিখ-মানসুখের কারণ

১. আল্লাহর বিধান পালন সহজ করা তথা জীবনকে সহজ করা।

২. অধিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

৩. বিধানকে সময় তথা যুগ উপযোগী করা।

৪. ঈমান ও আনুগত্যের পরীক্ষা।

গ. মানসুখ (রহিত) হওয়া আয়াতের সংখ্যার বিবর্তন

মানসুখ আয়াতের সংখ্যা প্রথম দিকে ছিল পাঁচ শতের বেশি। এরপর সময়ের আবর্তে সংখ্যা কমতে থাকে। ২০১০ ঈসায়ী সনে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানীর (এখনও জীবিত আছেন) গবেষণা মতে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ৪টিতে দাঁড়ায়।

আলহামদুলিল্লাহ, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পর এটি প্রমাণিত হয়েছে যে– নাযিল শুরু হওয়ার পর থেকে আল কুরআনের কোনো আয়াত রহিত হয়নি। কুরআনে থাকা সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

ঘ. কুরআনের আয়াত মানসুখ (রহিত) হওয়ার মূল দলিল হলো নিম্নের কয়েকটি আয়াত

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ... ...

আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই সে জায়গায় তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ১০৬)

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ .

আর আমরা যখন কোনো আয়াত পরিবর্তন করে অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে– তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০১)

সুধী পাঠক, এখন আমরা প্রথমে পর্যালোচনা করবো আল কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ বিষয়ক প্রচলিত কথাগুলো সঠিক কি না। তারপর যে সকল আয়াত বা আয়াতের শিক্ষা রহিত হয়ে গিয়েছে বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো রহিত না হয়ে থাকলে তার বর্তমান শিক্ষা কী– তা উপস্থাপন করা হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) এবং Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করবো।

‘আল কুরআনের কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন’ কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো, কিছু আয়াত কুরআনে প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো সরাসরি উঠিয়ে নিয়ে পালন করা সহজ, অধিক কল্যাণকর বা যুগ উপযোগী বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন। চলুন, এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক–

Common sense/আকল

দৃষ্টিকোণ-১

❖ রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ

রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা কমে যাওয়ার চলমান চিত্র–

৫০০ বা আরও বেশি
শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. রচিত ‘আল ফাউযুল কবীর’

↓

২১টি
ইতকান : শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. রচিত
(৮৪৯ হি./১৪৪৫খ্রি. – ৯১১হি./১৫০৫ খ্রি. কায়রো, মিসর)

↓

৫টি
আল ফাউযুল কবীর : শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী রহ. রচিত
(জন্ম- ২১.০২.১৭০৩, দিল্লি, ভারত, মৃত্যু- ২০.৮.৭৬২ খ্রি.)

↓

৪টি
উলুমুল কুরআন : বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী রচিত (পাকিস্তান)

কুরআনের আয়াত রহিত হয়ে থাকলে তার সংখ্যা জানানোর মালিক আল্লাহ তা‘য়ালা বা রসূল (স.)। আল্লাহ বা রসূল (স.) কর্তৃক রহিত আয়াতের সংখ্যা

জানানোর পর তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ইসলামের কোনো প্রকৃত মনীষীর অবশ্যই নেই। তাই, রহিত হওয়া আয়াতের সংখ্যা সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক কমে যাওয়া প্রমাণ করে যে– কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। ইনশাআল্লাহ, আমরা ব্যাখ্যা করে দেখাবো ঐ চার আয়াতও মানসুখ হয়নি।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ মহান আল্লাহর জ্ঞানের পরিধিকে খাটো করার দৃষ্টিকোণ

আল কুরআন নাযিল হয়েছে ২৩ বছর ধরে। পৃথিবীর সকল কিছুর তিন কালের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন একমাত্র মহান আল্লাহ। আল্লাহ একটি তথ্য নাযিল করে ২৩ বছরের মধ্যে কোনো এক সময়ে যথাযথ হয়নি বলে আবার উঠিয়ে নিয়েছেন, এটি মহান আল্লাহর সিফাতের (গুণ) সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআনে কিছু আয়াত প্রথমে ছিল কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো সরাসরি রহিত (মানসুখ) করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এ কথা Common sense অনুযায়ী সঠিক হওয়ার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার কারণে ২৩ বছরের মধ্যে বারবার আয়াত রহিত করার প্রয়োজন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত তথ্য মতে ২৩ বছরে মানুষের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার উপযোগী করার জন্য কুরআনের অনেক আয়াত স্থায়ীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা তার স্থানে পালন করা সহজ বা অধিক কল্যাণকর আয়াত নাযিল করা হয়েছে। কুরআন নাযিল শেষ হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত (প্রায় ১৫০০ বছর) মানুষের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তাই প্রচলিত কথাটি সত্য হলে মানুষের সামাজিক অবস্থার উপযোগী করার জন্য কুরআনের আরও বহু আয়াত উঠিয়ে নেওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-৪

❖ আল্লাহর নাযিল করা অন্য কিতাবে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি না থাকার দৃষ্টিকোণ

আল্লাহর নাযিল করা অন্য কিতাবে নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি নেই। ঐ কিতাবগুলো শত শত বছর ধরে কার্যকর ছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যে মানব সমাজের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল।

শত শত বছর ধরে প্রযোজ্য থাকা অন্য কিতাবের আয়াত রহিত বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলো না। কিন্তু কুরআন নাযিলের ২৩ বছরের মধ্যে সেটি বহুবার প্রয়োজন হলো এ কথা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৫

❖ মহান আল্লাহ সম্বন্ধে ইসলামের শত্রুদের চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার দৃষ্টিকোণ

প্রচলিত নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের মহান আল্লাহ সম্বন্ধে চরম অমর্যাদাকর প্রচারণা চালানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা এটি আরম্ভও করে দিয়েছে। যেমন–

(This shows an Allah who is bereft of foresight, has a fickle mind and incapable of assessing the weakness and strength of Muhammad or his followers. This is of course a blasphemous characterization of any Omniscient divinity. Neither in the Hebrew Bible nor in the New Testament are there such verses. The God of Israel is not shown to give one command one instance and then changes it either immediately, shortly afterwards or much later because He did not realize that it was too onerous to be fulfilled by mere humans.)

(www.inthenameofallah.org)

(কুরআনের নাসিখ মানসুখের বিষয়টি) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ এমন একটি সত্তা যার দূরদর্শিতার অভাব আছে। যিনি অস্থিরচিত্ত এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের দুর্বলতা ও শক্তি বুঝতে অপারগ। এটি অবশ্যই সর্বজ্ঞ এক সত্তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা। হিব্রু বাইবেল বা নিউ টেস্টামেন্টে (রহিত হয়েছে) এমন কোনো আয়াত নেই। ইসরাঈলের প্রভুর সম্বন্ধে এমনটি দেখা যায়নি যে– তিনি একটি আদেশ দিয়েছেন তারপর সেটি সাথে সাথে, অল্পসময় পরে বা বেশকিছু সময় পরে পরিবর্তন করেছেন। কারণ, তিনি বুঝতে পারেননি সেটি মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন হবে।

কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়ার বিষয়টি সত্য হলে এ ওয়েবসাইটে মহান আল্লাহ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে সত্য না বলে উপায় থাকে না (নাউজু বিল্লাহ)। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়– কুরআনের আয়াত নাসিখ-মানসুখ হওয়া সম্বন্ধে প্রচলিত কথা সঠিক হতে পারে না।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের

প্রাথমিক রায়। এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ‘কিছু আয়াত আল্লাহ সরাসরি কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তার কিছু স্থানে নতুন আয়াত দিয়েছেন’ এ কথাটি সঠিক নয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ .

নিশ্চয় আমরাই যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর সংরক্ষণকারী।

(আল হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজত করবেন তথা রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে দেবেন না। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও কুরআনের আয়াত রহিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অবশ্যই হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কখনই হবে না।

তথ্য-২

... ...لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ .

... ... প্রত্যেকটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদের জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ।

(সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– যে সকল কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তার প্রতিটি কার্যকর থাকার সময়কাল (মেয়াদ) নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেওয়া মেয়াদের মধ্যে আল্লাহর কোনো কিতাবের আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। আল্লাহর অন্য সকল কিতাবের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য সঠিক হয়েছে। তাই, কুরআনের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য বাস্তবে সঠিক না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কুরআনের মেয়াদ হলো– নাযিল হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের আয়াত রহিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত অবশ্যই হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কখনই হবে না।

তথ্য-৩

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ أُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

আর আমরা তোমার পূর্বে এমন কোনো রসুল বা নবী পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে নিক্ষেপ করেনি। অতঃপর আল্লাহ শয়তানের সকল নিক্ষেপকে রহিত (মানসুখ) করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সুরা হাজ্জ/২২ : ৫২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে রাসুল (স.)-কে সামনে রেখে সকল মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে– পূর্বে এমন কোনো রসুল বা নবী পাঠাইনি যখন সে আল্লাহর কিতাবের আয়াত পাঠ করেছে কিন্তু শয়তান তাঁর পঠিত আয়াতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিত করা ধরনের কথা জুড়ে দেয়নি। কিন্তু আল্লাহ শয়তানের সকল জুড়ে দেওয়া কথা রহিত (মানসুখ) করে নিজের আয়াতসমূহকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন সমর্থন করলে ঐ প্রাথমিক রায়টি হবে উক্ত বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কিছু আয়াত সরাসরি রহিত করে কুরআন থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তার কিছু স্থানে নতুন আয়াত দেওয়া হয়েছে' এ কথাটি সঠিক নয়।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ... ... ... أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ... ... قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ **فَتَمَارَوْا** فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। **তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল,** এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। **অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন** এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! **তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির পরবর্তী বক্তব্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– লোকেরা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের রহিত হওয়া (নাসিখ-মানসুখ) নিয়ে বিতর্ক করছিল।

'অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল' অংশের ব্যাখ্যা : রসূল (স.) বিষয়টি শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন।

'তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন' অংশের ব্যাখ্যা : রসূল (স.) ঐ ব্যক্তিদের কঠিন ধিক্কার দিয়েছিলেন।

'তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত তাদের কিতাবের আয়াতের রহিত (মানসুখ) হওয়া নিয়ে বিতর্ক করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

'নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি' অংশের ব্যাখ্যা : আল কুরআনে মানসুখ আয়াত না থাকার কথাটি নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা : আল কুরআনে একটি আয়াত অন্যটির পরিপূরক বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭৯৭৬
- হাদীসটির সনদ মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে الْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ উভয়টি সিদ্ধ। তবে– পরস্পর বিরোধী কথা মানুষকে সন্দেহে ফেলে দেয়। আর কোনো প্রকৃত মু'মিন কুরআনে সন্দেহ করে না।

তাই, হাদীসটিতে থাকা الْمِرَاءُ শব্দটির অর্থ পরস্পর বিরোধী কথা ধরাটাই যৌক্তিক। অন্যদিকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য রসূল (স.) তিনবার কথাটি বলেছেন। তাই, হাদীসটির সরাসরি বক্তব্য হলো– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা আছে বলা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী আয়াতের একটি অন্যটিকে রহিত করে। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে বলা বা বিশ্বাস করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِي ... ...عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :

أَنْزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ.

ইমাম আন নাসাঈ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রা.) থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কুরআন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুরআনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী।

- নাসাঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং-৮০৯৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

‘আল কুরআনের কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে রহিত করে আল্লাহ কুরআন থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন’ কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো– কিছু আয়াত প্রথমে কুরআনে ছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ সেগুলো রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন থেকে উঠিয়ে নেন। আর এই ভুলিয়ে দেওয়ার কারণ হলো– ঐগুলো কঠিন ও কম কল্যাণকর হওয়া বা যুগ উপযোগী না হওয়া। চলুন, এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❖ সালাতের সময় কুরআন তিলাওয়াতে ভুল হলে লোকমা দেওয়ার মাধ্যমে ইমামকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া

কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে কাতিবগণ তা লিখতো এবং সাহাবীগণ তা মুখস্থ করে নিতো। জামায়াতে সালাত আদায় করার বিধান হলো– ইমামের কুরআন তিয়াওয়াতে ভুল হলে মুক্তাদিগণের লোকমা দেওয়ার মাধ্যমে ইমামকে তা শুধরিয়ে দেওয়া। তাই, মানবীয় সাধারণ দুর্বলতার কারণে রসূল (স.) কোনো আয়াত ভুলে গেলেও তা স্থায়ী হওয়ার কথা নয়। সালাতের সময় লোকমা দেওয়ার মাধ্যমে সাহাবীগণের তা শুধরিয়ে দেওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ পূর্বে উল্লিখিত Common sense-এর তথ্যগুলোর দৃষ্টিকোণ

পূর্বে Common sense-এর অনেকগুলো দৃষ্টিকোণ থেকে জেনেছি যে, কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া বা পরিবর্তন করার বিষয়টি সঠিক বা গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ দৃষ্টিকোণগুলোর আলোকে বলা যায়– রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার বিষয়টি সঠিক বা গ্রহণযোগ্য নয়।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'রসূল (স.)-কে কিছু আয়াত ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন থেকে স্থায়ীভাবে রহিত করা হয়েছে এবং কিছু স্থানে নতুন আয়াত দেওয়া হয়েছে' কথাটি সঠিক নয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ . اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۖ .

(হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। (সুরা আল কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬ ও ১৭)

ব্যাখ্যা : কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে কোনো আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে বারবার মুখে উচ্চারণ করে রসূল (স.) তা মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। ভুল হওয়া বা ভুলে যাওয়া, আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক। তাই, রসূল (স.) ঐ রকমটি করতেন। রসূল (স.)-এর এই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে জিব্রাইল (আ.) এখানে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনের কোনো আয়াত তিনি যাতে ভুলে যেতে না পারেন সে দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। আর রসূল (স.)-কে কুরআন ভুলতে না দেওয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার নেওয়া একটি ব্যবস্থা ছিল, জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক প্রতিবছর একবার নাযিল হওয়া সকল আয়াত রসূল (স.)-কে আবৃত্তি করে শুনানো। এ বিষয়ের হাদীস পরে আসছে।

এ আয়াত অনুযায়ী– রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত করা হয়েছে কথাটি অবশ্যই সঠিক নয়।

তথ্য-২

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى . اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ... ...

শীঘ্রই আমরা তোমাকে পুনরায় পাঠ করাবো (Revision দেওয়াবো), তাই তুমি ভুলে যাবে না। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যা ইচ্ছা করেন তাছাড়া।

(সুরা আল আ'লা/৮৭ : ৬, ৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির শানে নুযুল হলো– ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে রসূল (স.) কর্তৃক বারবার

মুখে উচ্চারণ করে তা মুখস্থ করে নেওয়ার চেষ্টা করা। আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে রসূল (স.)-কে জানিয়ে দিয়েছেন– ভুলে যাওয়ার ভয় নেই। কারণ, তিনি তাকে বারবার পাঠ করাবেন তথা রিভিশন দিয়ে দেবেন। এক নম্বর তথ্যের আয়াত ও (পরে আসা) হাদীসের বক্তব্যের সাথে মিল রেখে তাই বলা যায়– আল্লাহ এ আয়াতে প্রথমে রসূল (স.)-কে বলেছেন ভুলে যাওয়ার ভয় নেই। কারণ, বারবার জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে রিভিশন দিয়ে তিনি কুরআনের প্রতিটি আয়াত তার স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করবেন।

এরপর আয়াতটিতে বলা হয়েছে– 'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া'। অসতর্ক ব্যাখ্যায় মনে হয় এখানে বলা হয়েছে, কিছু আয়াত নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এ বক্তব্য আয়াতের প্রথম অংশ এবং ১ নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের বিপরীত হয়ে যায়।

এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে আল কুরআনে সাধারণভাবে কী বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা বলতে কুরআনে সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে 'আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা' তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা 'প্রাকৃতিক আইন'। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

তাই, আয়াতের 'আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া'-এ অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইনে ভুলে যাওয়ার যে নিয়ম আছে সে নিয়ম অনুযায়ী ভুলে যাওয়া ছাড়া। প্রাকৃতিক আইনের ভুলে যাওয়ার সে নিয়ম হলো– একবার শুনার পর মানুষের একটি বিষয়ের শাব্দিক উপস্থাপনায় কিছু ভুল হতে পারে। তবে তাকে যদি বিষয়টি বারবার শুনানো হয় তবে ঐ ভুল হবে না। আর এ জন্যই আল্লাহ জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে রসূল (স.)-কে বারবার কুরআন পড়িয়ে শুনিয়েছেন এবং জিব্রাইল (আ.)-ও রসূল (স.)-এর পড়া শুনেছেন। এ বিষয়ে হাদীস পরে আসছে।

তাই, এ আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা হবে– শীঘ্রই আমরা আপনাকে Revision দেওয়াবো, তাই আপনি স্থায়ীভাবে ভুলে যাবেন না। আমার তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া ছাড়া।

তথ্য-৩

রসূল (স.)-এর স্থায়ীভাবে কুরআনের কিছু আয়াত ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো আয়াতগুলো কুরআন থেকে রহিত হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা দেখেছি পূর্বে উল্লিখিত সুরা রা'দের ৩৮ ও হিজরের ৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের একটি আয়াতও রহিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। তাই, রসূল (স.)-এর ভুলে যাওয়ার কারণে কুরআনের কিছু আয়াত স্থায়ীভাবে রহিত হয়ে গেছে এ কথা কুরআন অনুযায়ী সত্য হতে পারে না।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– 'কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন থেকে স্থায়ীভাবে রহিত করা হয়েছে এবং কিছু স্থানে নতুন আয়াত দেওয়া হয়েছে' কথাটির সঠিকত্বের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন থেকে স্থায়ীভাবে রহিত করা হয়েছে এবং কিছু স্থানে নতুন আয়াত দেওয়া হয়েছে' কথাটি সঠিক নয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ... ... أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসা ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রমযান শেষ

না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী (স.) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমতসহ প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১৯০২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي ... ... حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِى قُبِضَ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِى قُبِضَ { فِيهِ}

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালিদ ইবন ইয়াঝিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল (স.)-এর কাছে প্রত্যেক বছর (রমযানে) কুরআন একবার আবৃত্তি করা হতো। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর আবৃত্তি করা হলো দুইবার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু ইন্তেকালের বছর এতেকাফ করেন ২০ দিন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৭১২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ হাদীস দুটির মাধ্যমে জানা যায় যে– প্রত্যেক রমযানে ঐ সময় পর্যন্ত যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে, জিব্রাইল (আ.) তা একবার রসূল (স.)-কে আবৃত্তি করে শুনাতেন এবং রসূল (স.)ও একবার জিব্রাইল (আ.)-কে আবৃত্তি করে শুনাতেন। ইন্তেকালের বছরে দুইবার এটি করা হয়। কেন আল্লাহ এটি করেছিলেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জানা ও বোঝার বিষয়।

আল্লাহ জানেন যে, তাঁর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষের পক্ষে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই, সহজেই বুঝা যায়– রসূল (স.) যেন স্থায়ীভাবে কুরআনের কোনো অংশ ভুলে না যান সে জন্যই আল্লাহ এ ব্যবস্থাটি করেছিলেন।

এখান থেকে সহজেই বলা যায় যে– ভুলে যাওয়ার কারণে তিলাওয়াতের সময় দু'একবার রসূল (স.)-এর কোনো আয়াত বাদ গিয়ে থাকলেও তা অবশ্যই স্থায়ী হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা সেটি আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। আর এ কারণে, ইন্তেকালের বছর অর্থাৎ পুরো কুরআন নাযিল হওয়ার বছরে, ভুলে যাওয়ার কারণে আয়াত বাদ না যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য জিব্রাইল (আ.) দুবার রসূল (স.)-কে কুরআন আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন এবং রসূল (স.)ও দুবার জিব্রাইল (আ.)-কে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

♦♦ তাহলে দেখা যায়– 'কিছু আয়াত রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কুরআন থেকে স্থায়ীভাবে রহিত করা হয়েছে' একথা সঠিক না হওয়ার সমর্থনকারী হাদীসও বিদ্যমান আছে।

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

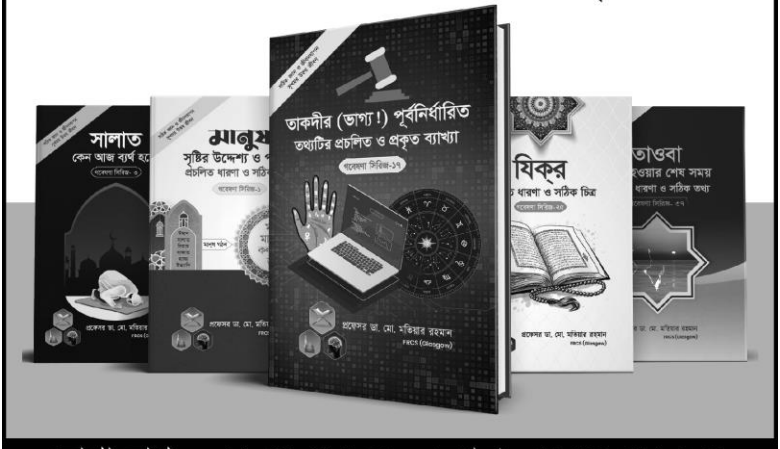

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

‘কুরআনে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) উভয় ধরনের আয়াত আছে’– কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো– কুরআনের কিছু আয়াত অন্য কিছু আয়াতকে রহিত করেছে এবং এ উভয় ধরনের আয়াতই বর্তমান কুরআনে আছে। রহিতকারী আয়াতকে নাসিখ আয়াত এবং রহিত হওয়া আয়াতকে মানসুখ আয়াত বলা হয়।

Common sense/আকল

দৃষ্টিকোণ-১

❖ ব্যাবহারিক গ্রন্থের একই সংস্করণে রহিতকারী (নাসিখ) এবং রহিত হওয়া (মানসুখ) বিষয় না থাকার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীতে যত ব্যাবহারিক গ্রন্থ আছে তার কোনোটির একই সংস্করণে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া বিষয় থাকে না। কারণ, রহিত হওয়া বিষয়টি ক্ষতিকর বা কম কল্যাণকর বলেই রহিত করা হয়। তাই, কোনো ব্যক্তি যদি না জানা বা ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হওয়া বিষয়টি অনুসরণ করে কাজ করে তবে সে নিজের বা অপরের ক্ষতি করবে। যেমন– চিকিৎসা বিদ্যার সার্জারী বইয়ের একই সংস্করণের বিভিন্ন জায়গায় যদি রহিতকারী বা রহিত হয়ে যাওয়া তথ্য লেখা থাকে তবে একজন সার্জন ভুলে যাওয়া বা না জানার কারণে রহিত হওয়া তথ্য অনুসরণ করে অপারেশন করলে রোগী মারা যাবে বা রোগীর বিশেষ ক্ষতি হবে। বাস্তবতার এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই সহজেই বলা যায় যে– কুরআনের মতো একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া আয়াত থাকতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ পরস্পর বিরোধী কথা বলা সত্তার দুর্বলতার দৃষ্টিকোণ

রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত হলো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ধারণকারী আয়াত। যে দুর্বলতাগুলো থাকলে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা পরস্পর বিরোধী কথা বলে তা হলো–

১. দুষ্ট বা স্বার্থপর হওয়া।
২. ভুলে যাওয়া।
৩. জ্ঞানের অভাব থাকা ।

মহান আল্লাহর এ তিনটি দুর্বলতার কোনোটিই নেই। তাই, আল কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া উভয় ধরনের আয়াত থাকার কথা অবশ্যই নয়।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ আল্লাহর পাঠানো অন্য কিতাবে নাসিখ-মানসুখ আয়াত না থাকার দৃষ্টিকোণ

পূর্বে উল্লিখিত রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম (মূল- মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, অনুবাদক– মাও. আমীমুল ইহসান ও মাও. মু. মুনিরুজ্জামান) গ্রন্থের পৃষ্ঠা নং ৫০ এবং www.inthenameofallah.org ওয়েবসাইটে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর কিতাবের আয়াত নাসিখ-মানসুখের বিষয়টি শুধুমাত্র কুরআনে আছে। আল্লাহর পাঠানো অন্য কোনো কিতাবে এটি নেই। এ বিষয়ে সঠিক কথাটি হলো– আল্লাহর অন্য কিতাবে যেমন নাসিখ-মানসুখ (আয়াত রহিতকরণ) বিষয়টি নেই তেমনই কুরআনেও তা নেই।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– আল কুরআনে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি সঠিক নয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

সাধারণত একটি আয়াত অন্য একটি আয়াত দিয়ে রহিত তখনই হয় যখন আয়াত দুটির বক্তব্য পরস্পর বিরোধী হয়। কিন্তু আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। যেমন–

... ... وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

... ... অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন– কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী তথা রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত নেই।

তথ্য-২

... ... وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ.

আর নিশ্চয় যারা কিতাবটির মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৬)

ব্যাখ্যা : এখানেও নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– যারা কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য তথা আয়াত আছে মনে করে তারা সত্য হতে বহু দূরে। অর্থাৎ এ আয়াতেরও বক্তব্য হলো– কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত নেই।

তথ্য-৩

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্য তিনি তাদের সকল 'আমল নিষ্ফল করে দেবেন। (সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতগুলোর সাধারণ শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা হলো–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা

দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।

৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা। অর্থাৎ এটি কুরআন বিরোধী আচরণ।

৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

তাহলে, মহান আল্লাহ এখানে যারা কুরআনের কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে আর কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে না, তাদের সকল নেক আমল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, এটি কুরআন বিরোধী আচরণ।

'কুরআনে থাকা কিছু আয়াত অন্য আয়াত দিয়ে রহিত হওয়া' কথাটি বলা বা বিশ্বাস করার অর্থ হলো– কুরআনের কিছু আয়াতের (রহিত হওয়া আয়াত) শিক্ষা গ্রহণ করা, নিজে আমল করা বা অন্যকে আমল করতে বলা নিষেধ। এ আয়াতগুলো অনুযায়ী, কুরআনের শিক্ষার বিপরীত হওয়ার কারণে এ ধরনের কথা বলা বা বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাদের পরকালে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

এ আয়াতের আলোকেও তাই সহজে বলা যায়, কুরআনে থাকা কিছু আয়াত অন্য আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে এটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী কথা।

তথ্য-৪

... ...اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : 'ঈমান' হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। আর ঈমানের জ্ঞানের বিষয়টি হলো পুরো কুরআন। কোনো ব্যক্তি যদি একটি বিষয়কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সেটি তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে।

এ আয়াতে কুরআনের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনা এবং কিছু অংশ অস্বীকার করা ব্যক্তিকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের কিছু অংশের জ্ঞানার্জন, বিশ্বাস ও আমল করা এবং কিছু অংশের জ্ঞানার্জন, বিশ্বাস ও আমল না করা ব্যক্তিকে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই, ৩নং তথ্যের আয়াতটির মতো এ আয়াতটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– কুরআনে থাকা কিছু আয়াত অন্য আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে এটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী কথা।

তথ্য-৫

পূর্বে উল্লিখিত সুরা রা'দের ৩৮নং এবং সুরা হিজরের ৯ নং আয়াত থেকেও সহজে জানা ও বোঝা যায় যে, আল কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো আয়াতের শিক্ষা রহিত হয়নি।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– 'আল কুরআনে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া উভয় ধরনের আয়াত আছে' কথাটি সঠিকত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'আল কুরআনে রহিতকারী এবং রহিত হওয়া আয়াত আছে' কথাটি সঠিক নয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ... ... ... أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ... ...
...قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ
أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ
أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ

فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। **নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।** তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রাসুল (স.) নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নয় বরং সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই, হাদীসটির

ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় আল কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত নেই।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : " كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল! তা হতে বাঁচার

উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। **যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো,** যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষ অংশের বক্তব্য হলো– যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো'।

রসুল (স.)-এর এ কথার অর্থ যা হবে না– কুরআনের রহিত হওয়া কিছু আয়াত বাদে অন্য আয়াত অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করল সে সওয়াব পেল, হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল এবং মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে। **রসুল (স.)-এর এ কথার অর্থ যা হবে–** যে ব্যক্তি কুরআনের যেকোনো আয়াত মোতাবেক আমল করল সে সওয়াব পেল, হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল এবং মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে।

তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় আল কুরআনে রহিতকারী ও রহিত হওয়া আয়াত নেই।

‘কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই’– কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো– বর্তমান কুরআনে কিছু আয়াত আছে যার তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই। অর্থাৎ কুরআনে কিছু আয়াত আছে যা তিলাওয়াত করতে হবে কিন্তু তার হুকুম বা শিক্ষা মানা যাবে না। চলুন এখন এ বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক।

Common sense/আকল

❖ অপচয়ের দৃষ্টিকোণ

একটি তথ্য কোনো গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই এ তথ্য সঠিক হলে কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যে কোনো বিবেকবান মানুষ একবাক্যে স্বীকার করবে এটি হওয়া উচিৎ নয়। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই এ কথা সঠিক হতে পারে না।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই এ কথাটি সঠিক নয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ... ...

... ... এবং অপব্যয়/অপচয় করবে না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা/অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। ... ... (সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– কোনো জিনিসের অপচয়কারী শয়তানের ভাই। তাই, 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই' এ তথ্য সঠিক হলে মহান আল্লাহ শয়তানের ভাই হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্য নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এমন একটি তথ্য কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

তথ্য-২

❖ আল্লাহ তা'য়ালার নিজ করা কাজ তথা আল্লাহর ফে'য়লী হাদীসের মাধ্যমে দেওয়া শিক্ষা

চর্বিজাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি করে লিভার। লিভার ২৪ ঘণ্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। আমাদের পেট যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্য নালিতে (Intestine) যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্য নালিতে তখন হজম করার মতো কোনো খাবার নেই। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) এবং পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য মানুষের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছেন। খাদ্যনালি যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির ঐ গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়। খাওয়ার পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌঁছলে, নালির গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার পৌঁছানোর খবরটি কলিসিসটোকাইনিন নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে তার মধ্যে জমা থাকা পিত্তরস পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। ছবি দেখুন–

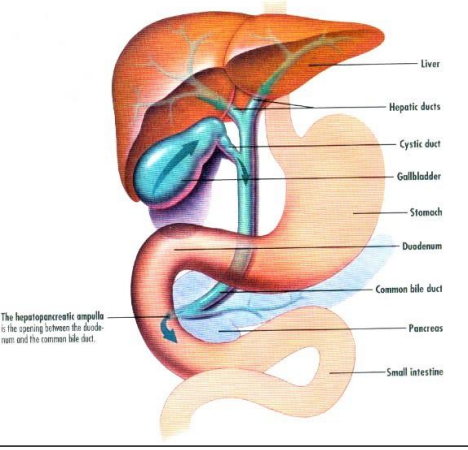

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! ভেবে দেখুন যে আল্লাহ এক ফোঁটা পিত্তরস অপচয় না হওয়ার জন্য মানুষের শরীরে এ অপূর্ব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কি 'আল কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই'– এমন একটি তথ্যের মাধ্যমে মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘণ্টা সময়ের অপচয় হতে দিতে পারেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তা হতে দিতে পারেন না। অর্থাৎ এ রকম একটি তথ্য কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

তথ্য-৩

ওপরে উল্লিখিত সুরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং এবং সুরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতের আলোকেও সহজে বলা যায়– 'আল কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই' কথাটি কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই' কথাটি সঠিকত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই' কথাটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হবে– 'আল কুরআনের প্রতিটি আয়াত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসা সকল মানুষের শিক্ষা আছে'।

আল হাদীস

পূর্বে উল্লিখিত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীসটির (আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২৯০৬) আলোকে সহজে বলা যায়– 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই' কথাটি সঠিক নয়।

‘সুন্নাহ (হাদীস) দিয়ে কুরআন রহিত (মানসুখ) হওয়া’– কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

পূর্বেই (পৃষ্ঠা নং ৩৪) আমরা দেখেছি যে এ বিষয়ে মনীষীগণ ব্যাপকভাবে বিভক্ত। অনেকে বলেছেন সুন্নাহ বা হাদীস দিয়ে কুরআন রহিত হওয়া সম্ভব। আবার অনেকে বলেছেন সুন্নাহ বা হাদীস দিয়ে কুরআন রহিত হওয়া সম্ভব নয়। চলুন এ বিষয়টি এখন পর্যালোচনা করা যাক–

Common sense/আকল

দৃষ্টিকোণ-১

❖ ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যকে রহিত না করতে পারার দৃষ্টিকোণ

একটি তথ্য অন্য একটি তথ্যকে রহিত করতে পারে যখন তথ্য দুটি পরস্পর বিরোধী হয়। সুন্নাহ বা হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও বিরোধী হবে না। তাই, Common sense অনুযায়ী সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনকে রহিত করতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ রসূল (স.)-এর জ্ঞান আল্লাহ তা‘য়ালার জ্ঞানের চেয়ে বেশি হতে পারার দৃষ্টিকোণ (নাউযুবিল্লাহ)

সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনকে রহিত করতে পারার একটি অর্থ হলো– রসূল (স.)-এর জ্ঞান আল্লাহ তা‘য়ালার জ্ঞানের চেয়ে বেশি হওয়া (নাউযুবিল্লাহ)। এটি কল্পনা করাও গুনাহ। তাই, সুন্নাহ (হাদীস) কখনও কুরআনকে রহিত করতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ পরোক্ষ বক্তব্য প্রত্যক্ষ বক্তব্যকে রহিত না করতে পারার দৃষ্টিকোণ

কেউ কেউ বলেন, নবুয়াতী দায়িত্ব পালনের সময় রসূল (স.) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলতেন না। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর কথাও ওহী (ওহীয়ে গায়ের মাতলু)। তাই, সুন্নাহ কুরআনকে রহিত করতে পারবে।

সুন্নাহ ওহীয়ে গায়ের মাতলু– এ কথা সঠিক। কিন্তু কুরআন হলো রসূল (স.) এর মুখ দিয়ে বলা আল্লাহর কথার হুবহু তথা প্রত্যক্ষ রূপ। আর সুন্নাহ হলো, আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর (SMS/ক্ষুদে বার্তা) মাধ্যমে রসূল (স.)-এর অন্তরে জানিয়ে দেওয়া তথ্যের রসূল (স.) কর্তৃক শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা রূপ তথা পরোক্ষ রূপ। পরোক্ষ কথা প্রত্যক্ষ কথাকে কখনই রহিত করতে পারে না। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনকে কখনই রহিত করতে পারে না।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনকে রহিত করতে পারে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ... ...

রমযান (হলো সে) মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা (Manual), পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ কুরআনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত কথা যেই বলুক বা যেখানেই থাকুক তা মিথ্যা কথা। রসূল (স.) অবশ্যই মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। অর্থাৎ যে কথা কুরআনের বিপরীত তা সুন্নাহই না।

তথ্য-২

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে। (সুরা আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : এখানে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– যে কথা আল্লাহ বলেননি বা বলার অনুমতি দেননি তেমন কথা রসূল (স.) বললে আল্লাহ তাকে হত্যা করে ফেলতেন। কুরআনের কথা হলো আল্লাহর সরাসরি কথা। তাই এ আয়াতের আলোকেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের বিপরীত কোনো কথা রসূল (স.) বলতে পারেন না। অর্থাৎ যে কথা কুরআনের বিপরীত তা সুন্নাহ বা রসূল (স.)-এর কথা নয়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– 'সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনকে রহিত করতে পারে কি না' এ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনকে রহিত করতে পারে না। অর্থাৎ 'সুন্নাহ (হাদীস) দিয়ে কুরআন রহিত (মানসুখ) হতে পারে' কথাটি সঠিক নয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ... ... عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ : وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ : مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن : ٢] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস (রা.) বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করেছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল! তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দিয়ে আলেমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকলো সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকলো।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রাসুল (স.) বলেছেন– কুরআন হলো হাদীসসহ যেকোনো বিষয়ের সত্য মিথ্যা যাচাই করার মানদণ্ড। অর্থাৎ কুরআন বিরোধী হাদীস হলো মিথ্যা/জাল হাদীস। তাই, হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারার প্রশ্নই আসে না।

হাদীস-২

أخرج الحاكم... ... ... عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قَيِّدُوا العِلْمَ بِالكِتَابِ.

ইমাম হাকিম (রহ.) আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন– তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদণ্ড বানাও।

- হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৩৬০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শিক্ষা ১নং হাদীসটির শিক্ষার অনুরূপ।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

নাসিখ-মানসুখের দলিল হিসেবে বলা আয়াতসমূহের শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি সঠিক হওয়ার দলিল হিসেবে বর্ণনা করা আয়াতসমূহের প্রধান তিনটি হলো–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ... ...

আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই সে জায়গায় তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১০৬)

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ .

আর আমরা যখন কোনো আয়াত পরিবর্তন করে অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে– তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১০১)

... ... لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ . يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ .

প্রত্যেকটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদের জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। (পূর্ববর্তী কিতাব থেকে) আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন (রহিত) করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তাঁরই কাছে (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবটি।

(সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮, ৩৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : মূলত এ আয়াতগুলো বিশেষ করে ১ নং তথ্যের আয়াতটির ভিত্তিতে কুরআনের আয়াতের নাসিখ-মানসুখের বিষয় সম্পর্কিত প্রচলিত কথাগুলো দাঁড় করানো হয়েছে। তাই চলুন, পর্যালোচনা করা যাক এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ কী বলেছেন।

এ আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করে তিন ধরনের তথ্য বলা যেতে পারে। যথা–

১. কুরআনের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সে স্থানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত নাযিল করেছেন এবং রহিত হওয়া আয়াতটি বর্তমান কুরআনে নেই।

২. কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম বা শিক্ষা রহিত করে আল্লাহ সে স্থানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত নাযিল করেছেন এবং রহিত হওয়া এবং রহিতকারী উভয় আয়াতই বর্তমান কুরআনে আছে।

৩. পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ সেখানে অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন।

আয়াতগুলোর ১ ও ২ নং ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা

কুরআন, হাদীস ও Common sense/আকলের ইতোমধ্যে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এটি স্পষ্ট করে বলা যায়– আয়াতগুলোর ১নং ও ২নং ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াতগুলোর ৩ নং ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা

৩ নং ব্যাখ্যাটি হলো– পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন। কুরআন, Common sense ও মনীষীদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা এখন এ ব্যাখ্যাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করবো।

Common sense/আকল

❑ ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করার দৃষ্টিকোণ

পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করা হয়। নতুন সংস্করণে পূর্বের সংস্করণের অনেক তথ্য থাকে, কিছু তথ্য বাদ দেওয়া হয়, কিছু তথ্য নতুন যোগ হয়। আল্লাহর কিতাব হলো ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই, আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ বের হওয়া যৌক্তিক তথা Common sense সম্মত। আর তাই আল্লাহ তার কিতাবের সংস্করণ করেছেন। নতুন সংস্করণে পূর্বের সংস্করণের অনেক তথ্য আছে, কিছু তথ্য বাদ দিয়েছেন, কিছু তথ্য নতুন যোগ করেছেন। কুরআন হলো আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ। তবে মানুষের রচিত গ্রন্থের মানুষ কর্তৃক সংস্করণ বের করা আর আল্লাহর রচিত কিতাবের আল্লাহ কর্তৃক সংস্করণ বের করার কারণের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে।

মানবরচিত ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ বের করার কারণ হলো– জ্ঞান উন্নত হওয়ায় গ্রন্থকার বা সম্পাদনা পরিষদ বুঝতে পারে যে, পূর্বের সংস্করণে কোনো কোনো তথ্য যথাযথ ছিল না বা ভুল ছিল।

আল্লাহ রচিত ব্যাবহারিক কিতাবের সংস্করণ বের করার কারণ হলো– সময়ের আবর্তে মানব সভ্যতার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এবং সে পরিবর্তনের উপযোগী তথ্য ও বিধান দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– আপন বোনকে বিয়ে করলে চিকিৎসাবিদ্যা অনুযায়ী সন্তানদের জন্মগত কিছু কঠিন রোগ হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কারণে মানব সভ্যতার প্রথম দিকে আল্লাহ মানুষকে আপন বোন বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর বাস্তব অবস্থা যখন যথাযথ হয়েছে তখন কিতাবের এক সংস্করণের মাধ্যমে আল্লাহ ঐ বিধান রহিত (মানসুখ) করে দিয়েছেন।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন' কথাটি গ্রহণযোগ্য বা সঠিক।

আল কুরআন

তথ্য-১

আল্লাহর নাযিল করা সকল কিতাবের পঙ্‌ক্তিকে 'আয়াত' বলা হয়। নাসিখ-মানসুখের দলিল হিসেবে বলা আয়াতগুলোর কোনোটিতে 'কুরআনের আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে দেওয়া বা বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে তা বলা হয়নি। প্রতিটি স্থানে বলা হয়েছে 'আয়াত বা আল্লাহর কিতাবের আয়াত' রহিত করা, ভুলিয়ে দেওয়া বা বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-২

ওপরে উল্লিখিত সুরা রা'দ-এর ৩৯ নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে– প্রত্যেক যুগ তথা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। তাই, একটি যুগের জন্য বরাদ্দ করা কিতাবে ঐ যুগের কোনো এক সময় পরিবর্তন আনা হলে আল্লাহর বলা 'প্রত্যেক যুগের জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ' কথাটি মিথ্যা হয়ে যায়। কুরআন ছাড়া অন্য সকল কিতাবের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য সত্য থেকেছে। তাই, কুরআনের ব্যাপারেও এটি অবশ্যই সত্য থাকবে। কুরআনের যুগ হলো নাযিলের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই, আল্লাহর অন্য কিতাবে যেমন ঐ কিতাবের জন্য নির্দিষ্ট করা যুগের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ও

পরিবর্ধন আনা হয়নি, তেমনি কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের আয়াতের কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হওয়ার সুযোগ নেই।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ দুটি তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়– আল কুরআনের যেসব আয়াতে বলা হয়েছে 'আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই (সে জায়গায়) তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ (আয়াত) নিয়ে আসি' সে সকল আয়াতের প্রকৃত বক্তব্য হলো– 'পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন'।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– 'পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন' কথাটির সঠিকত্বের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াত রহিত করে বা ভুলিয়ে দিয়ে আল্লাহ অধিক কল্যাণকর বা সমপর্যায়ের আয়াত কুরআনে নাযিল করেছেন' কথাটি সঠিক।

মনীষীদের বক্তব্য

১. আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) তাঁর রচিত আল-ইতকান গ্রন্থে লিখেছেন নাসখের এক প্রকার হলো– আমাদের শরীয়ত দিয়ে পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের বিধানকে রহিত করা। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবের আয়াতকে রহিত করা।
(মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী, রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, অনুবাদক– মাও. আমীমুল ইহসান ও মাও. মু. মুনিরুজ্জামান। মাদ্রাসার পাঠ্য বই। প্রকাশক– মুহাম্মাদ বিন আমিন, আল বারাকা লাইব্রেরী। পৃ-৩৫ এবং ৩৬)

২. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন : مَا نَنسَخْ مِنْ ءايَة-এর দ্বারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে।
(ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, খ. ৩, পৃ. ২০৭)

৩. আবূ মুসলিম (যিনি বিভিন্ন তাফসীরের ওপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণা করেছেন) বলেন : আল কুরআনে কোনো মানসূখ আয়াত নেই। সেটি নাসিখ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের। তবে মানসূখ নয়। কেননা মহান আল্লাহর বাণী :

لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ... (فصّلت:)

(ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, খ. ৩, পৃ. ৬৩৯-৬৪০।)

৪. ইবনুল জুনাইদ আল-বোগদাগী (রহ.) (৩৮১ মৃ.) : তিনি ইমামিয়্যা সম্প্রদায়ের একজন বড়ো ফকীহ। তার রচিত গ্রন্থ হলো 'আল-ফসখু আলা মান আজাজান নাসখ'। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল কুরআনের আয়াতে কোনো নাসিখ-মানসূখ নেই।

(আত-তূশী, *আল-ফাহরাসাত*, পৃ. ২১০)

৫. আস-সাইয়িদ আহমাদ খান হিন্দুস্তানী (মৃ. ১৩১৫) : তিনি হিন্দুস্তানের একজন বড়ো ইসলামিক স্কলার ছিলেন। তিনি বলেছেন : কুরআনে কোনো নাসিখ-মানসুখ নেই। আর কুরআনে যে নাসিখ-মানসূখ উল্লেখ আছে তা পূর্ববর্তী কিতাবের জন্য প্রযোজ্য। কুরআনের কোনো আয়াতের ক্ষেত্রে নয়।

(আহমাদ খান আল-হিন্দী, *তাফসীরুল কুরআন ওয়া হুয়াল ওয়াল ফুরকান*, খ. ১, পৃ. ১৮।)

তিনি আরও বলেন–

كلّ ما جاء عن الله، وكُتب في زمان النبيّ، فهو موجودٌ في القرآن الذي بين أيدينا، من دون نقص أو خلل، ولم يسقط منه حرفٌ واحد، ولا يوجد نسخٌ في آياته بالكلية.

'আল্লাহর পক্ষ থেকে (রসূল স.-এর ওপর) যা নাযিল হয়েছে তা সবই নবী (স.)-এর যুগে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তা কোনো প্রকার (শাব্দিক) বাড়তি-কমতি ছাড়াই কুরআনে আছে, যা বর্তমানে আমাদের কাছে বিদ্যমান এবং এর একটি বর্ণও কমবেশি নেই। আর তার আয়াতসমূহের মধ্যে কোনো নসখ নেই।'

(আহমাদ খান আল-হিন্দী, *তাফসীরুল কুরআন ওয়া হুয়াল ওয়াল ফুরকান*, খ. ১, পৃ. ১৯২।)

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ইসলামের মনীষীদের নাসিখ-মানসুখ বিষয়ে এ সঠিক তথ্যগুলো মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। নিশ্চিতভাবে বলা যায়– এটি মহাষড়যন্ত্রকারী ইবলিস ও তার দোসরদের কাজ।

কুরআন কর্তৃক পূর্বের কিতাবের আয়াত রহিত হওয়ার উদাহরণ

উদাহরণ-১

❑ কাবা শরীফকে কিবলা বানিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসেবে মানসুখ (রহিত) করা

মদীনা শরীফে হিজরতের পর মুসলিমগণ প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করতেন। এটি তারা করতেন পূর্বের কিতাবের নির্দেশ অনুসরণ করে। কারণ কুরআনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত কোনো আয়াত নেই। পরে সুরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতের মাধ্যমে যখন কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার আদেশ আসলো তখন মুসলিমগণ কিবলা পরিবর্তন করে সালাত আদায় করা আরম্ভ করলেন।

উদাহরণ-২

❑ রমযানের সিয়াম দিয়ে আশুরার সিয়াম রহিত হওয়া

আশুরার সাওমের বিষয়ে কুরআনে কোনো বক্তব্য নেই। তবে হাদীস আছে। যেমন–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ ﷺ الْمَدِينَةَ ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ مَا هَذَا . قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ মা'মার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) (হিজরত করে) মদীনায় এসে

দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার দিন সিয়াম রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী রকম সিয়াম? তারা জবাব দিলো– এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ শত্রু থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই, এ দিন মূসা (আ.) সিয়াম রেখেছেন। নবী (স.) বললেন, তোমাদের তুলনায় মূসার বেশি হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনি সিয়াম রাখলেন এবং এ দিন সিয়াম রাখার নির্দেশ (উপদেশ) দিলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৯০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ محمد ... ... أخبرنا مالك ... ... عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَبِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَمَا حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لِهَذَا الْيَوْمِ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَفَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) হুমাইদ ইবন আব্দুর রহমান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি মালিক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুআত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন– হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফা (রা.) বলেন, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান যে বছর হজ্জ করতে আসেন তখন তিনি তাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন– হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি এ দিন রসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি– "আজ আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের ওপর এ মাসের সিয়াম ফরজ করেননি। আমি সিয়াম রেখেছি। অতএব তোমাদের যে চায় (এ দিন) সিয়াম রাখতে পারে, আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।"

- মুহাম্মাদ, *আল-মুয়াত্তা*, হাদীস নং ৩৭৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস দুটির সম্মিলিত ব্যাখ্যা

কুরআনের সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, অন্য নবীগণের উম্মতের জন্যও সিয়াম ফরজ ছিল। তবে ঐ আয়াতে কোন সিয়াম ফরজ ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে এ দুটি হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়

বনী-ইসরাঈলদের জন্য মুহাররম মাসে আশুরার সিয়াম ফরজ ছিল। আর সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতের মাধ্যমে রমজান মাসে সিয়াম রাখার আদেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত রসূল (স.) আশুরার সিয়াম রেখেছেন এবং মুসলিমদের তা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রমযানের সিয়াম ফরজ হওয়ার আদেশ আসার পর রসূল (স.) মুসলিমদের জন্য আশুরার সিয়াম নফল বলে ঘোষণা করেছেন।

তাহলে ১ নং উদাহরণের মতো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিমদের জন্য কুরআনের মাধ্যমে আশুরার সিয়াম রাখা ফরজ করে তা আবার কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রহিত করেননি। বরং কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে অন্য নবীর শরীয়াতের আদেশ রহিত করা হয়েছে। তাহলে এখানে দেখা যায়, কুরআনের এক আদেশ কুরআনের অন্য আদেশকে মানসুখ করেনি। বরং কুরআনের আদেশ অন্য কিতাবের আদেশকে মানসুখ করেছে।

হাদীস দুটির ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মাদ যা লিখেছেন : রমযানের সিয়াম ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশুরার সিয়াম ফরজ ছিল। অতঃপর রমযানের সিয়ামের মাধ্যমে তা রহিত করা হয়। এখন তা নফল সিয়াম হিসেবে গণ্য।

নাসিখ-মানসুখের দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করা আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ

ওপরের তথ্যগুলো সামনে থাকলে সহজে বলা যায়, নাসিখ-মানসুখের দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করা আয়াতসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ হবে নিম্নরূপ–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ... ...

আমরা যে আয়াতই রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই সে জায়গায় তার চেয়ে ভালো অথবা তার অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১০৬)

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ .

আর আমরা যখন কোনো আয়াত পরিবর্তন করে অন্য এক আয়াত আনি এবং আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন, (তখন) তারা বলে– তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১০১)

... ... لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ . يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ .

প্রত্যেকটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদের জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ। (পূর্ববর্তী কিতাব থেকে) আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন (রহিত) করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর তাঁরই কাছে (লাওহে মাহফুজে) আছে মূল কিতাবটি।

(সুরা আর রা'দ/১৩ : ৩৮, ৩৯)

কুরআনের পূর্বে আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ বের হওয়ার কারণ

মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই, নতুন জ্ঞানকে স্থান করে দেওয়ার জন্য মানব রচিত ব্যাবহারিক গ্রন্থের সংস্করণ কিয়ামত পর্যন্ত বের করে যেতে হবে। মহান আল্লাহর মহাবিশ্বের সকল কিছুর তিন কালের নিখুঁত জ্ঞান আছে। অন্যদিকে আল কুরআনের অনেক জায়গায় (বাকারা/২ : ২৮৬) আল্লাহ বলেছেন, যে বিধান মানুষের পক্ষে মানা সম্ভব নয় সে বিধান তিনি তাদের ওপর চাপান না। তাই, আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ পাঠানোর কারণ আল্লাহর জ্ঞানের দুর্বলতা নয়। সে কারণ হলো–

১. মানব সমাজের বাস্তব অবস্থা

সময়ের আবর্তনে মানব সভ্যতার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আর ঐ নতুন অবস্থা সম্পর্কে তথ্য ও বিধান দেওয়ার জন্য নতুন সংস্করণ পাঠানোর প্রয়োজন হয়েছে-এটিই প্রধান কারণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– আপন বোনকে বিয়ে করলে চিকিৎসা বিদ্যা অনুযায়ী সন্তানদের জন্মগত কিছু কঠিন রোগ হয়। কিন্তু আল্লাহ বাস্তব অবস্থার কারণে মানব সভ্যতার প্রথম দিকে আপন বোনকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। আর বাস্তব অবস্থা যখন যথাযথ হয়েছে তখন কিতাবের এক সংস্করণের মাধ্যমে আল্লাহ ঐ বিধান রহিত (মানসুখ) করে দিয়েছেন।

২. সংরক্ষণ পদ্ধতির দুর্বলতা

সংরক্ষণ পদ্ধতির দুর্বলতা থাকার কারণে আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত বিধান হারিয়ে গেছে বা দুষ্ট লোকেরা পরিবর্তন করে দিয়েছে। এটিও আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ পাঠানোর একটি কারণ।

কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আর সংস্করণ না পাঠানোর কারণ

প্রধানত দুটি কারণে আল কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আর কোনো সংস্করণ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ দুটি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো–

কারণ-১

❑ **আল কুরআনের মূল শব্দের (Key words) বৈশিষ্ট্য**

আল কুরআনের মূল শব্দসমূহ আল্লাহ এমনভাবে বাছাই করেছেন যে, আরবী ভাষায় তার অনেক অর্থ হয় বা আছে। ঐ অর্থসমূহের মধ্যে এমন অর্থ আছে যা দিয়ে আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা করলে সে ব্যাখ্যা বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান দেবে এবং কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা যুগের উপযোগী হবে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বারবার কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন অথবা তা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা এটিতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(সুরা নিসা/৪ : ৮২)

আর এ বিষয়টি রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ... ... ... قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ **فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ** فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বকর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (স.) আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) সবচেয়ে বেশি জানেন। ... ... তিনি বললেন, হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন– উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি অবশ্যই যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার বক্তব্য তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) পৌঁছিয়ে দেয়। **কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর মারামারি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৬৫৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকতে পারে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর যেরূপ শুনেছে সেরূপে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

এ বিষয়ে উদাহারণ

উদাহারণ-১

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.

(সুরা আলাক/৯৬ : ২)

অতীত যুগের অনুবাদ : যিনি 'জমাট বাঁধা রক্ত' থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

বর্তমানের অনুবাদ : যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু হতে।

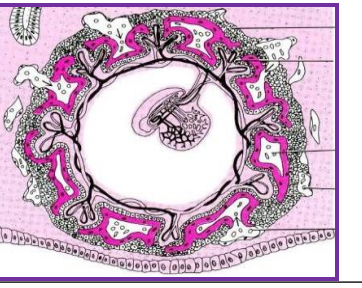

উদাহারণ-২

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

আমরা কি তোমার জন্য তোমার সদরকে উন্মুক্ত করে দেইনি?

(ইনশিরাহ/৯৪ : ১)

অতীত যুগের অনুবাদ : আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত (বিদীর্ণ) করে দেইনি?

বর্তমান যুগের অনুবাদ : আমরা কি তোমার জন্য তোমার সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনকে উন্মুক্ত করে দেইনি?

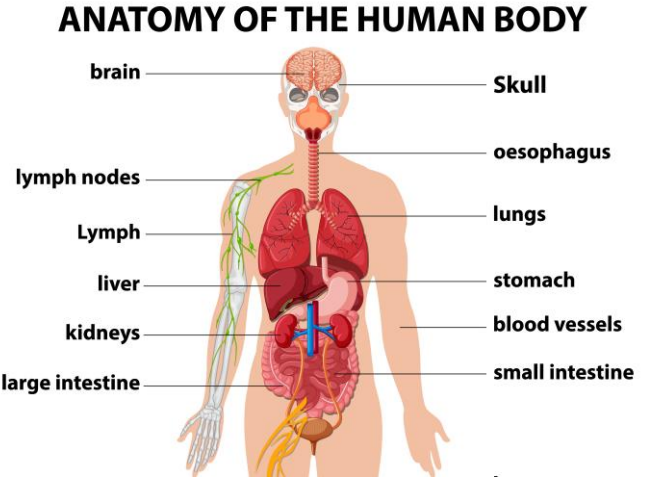

কারণ-২

❑ **সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি হওয়া**

বর্তমানে গ্রন্থ সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। যেমন– কম্পিউটার ডিস্ক ও মেঘে (Cloud) সংরক্ষণ পদ্ধতি। ভবিষ্যতে এটি আরও উন্নত হবে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই সংরক্ষণ পদ্ধতির দুর্বলতার কারণে আল্লাহর কিতাবের সংস্করণ পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাও এখন অনেক কমে গেছে বা নেই।

এ জন্য মুসলিম জাতিকে কয়েক বছর পর পর যুগের জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যার নতুন সংস্করণ বের করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' এ বিষয়ে উম্মাহকে পথ দেখাতে পেরেছে।

এ পর্যন্তকার আলোচনা হতে নিশ্চিতভাবে যা জানা যায়

কুরআন, হাদীস ও Common sense (বাস্তবতা)-এর এ পর্যন্ত উল্লিখিত তথ্য সমূহের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে যা জানা যায়–

১. নাযিল হওয়ার পর কুরআনের কোনো আয়াত রহিত (মানসুখ), উঠিয়ে নেওয়া বা ভুলিয়ে দেওয়া হয়নি।

২. আল কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম বা শিক্ষা চালু নেই বা হুকুম চালু আছে কিন্তু তিলাওয়াত চালু নেই এ কথা দুটি মোটেই সঠিক নয়। এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো সকল আয়াতের তিলাওয়াত এবং হুকুম (শিক্ষা) চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

৩. আল কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের কিতাবের কিছু আয়াতের আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং সে স্থানে অধিক বা সমান কল্যাণকর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি সমর্থনকারী কিছু হাদীস ও তার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

চলুন এখন নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি সমর্থনকারী কিছু হাদীস ও তার পর্যালোচনা জানা যাক–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ... ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ... ... قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল আযীয ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত ... ... হযরত ওমর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেছিলেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা সত্য-দ্বীন দিয়েই মুহাম্মদ (স.)-কে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর ওপর কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছেন। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তন্মধ্যে রজমের আয়াতও রয়েছে। (অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা

করা)। আমরা তা পড়েছি ও বুঝেছি এবং হৃদয়ঙ্গমও করেছি। (বিবাহিত ব্যভিচারীকে) রসূলুল্লাহ (স.) রজম করেছেন এবং তাঁর ওফাতের পরে আমরা রজম করেছি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, দীর্ঘ যুগ পরে কোনো ব্যক্তি এ কথা বলতে চাইবে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত পাইনি। ফলে আল্লাহর নাযিল করা এ ফরজকে বর্জন করায় তারা সবাই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর কিতাবে এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি বিবাহিত হবার পর জিনা করবে চাই সে পুরুষদের থেকে হোক কিংবা নারীদের থেকে, যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে, অথবা অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হবে, অথবা সে নিজেই স্বীকার করবে, তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। অতঃপর আল্লাহর কিতাব থেকে আমরা যা পড়েছি তন্মধ্যে এটাও পড়েছি যে "তোমরা তোমাদের বাপদাদার বংশ পরিচয় থেকে বিমুখ হয়ো না। কেননা বাপ দাদার পরিচয় থেকে বিমুখ হওয়া তোমাদের জন্য কুফরী (শক্ত গুনাহর) কাজ।" অথবা তিনি (উমর) বলেছেন– "ইহা তোমাদের পক্ষে কুফরী হবে, যদি তোমরা বাপ দাদার পরিচয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৮৩০।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ... ...

... حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূল আলা ইবনুশ শিখ্খীর (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ ইবন মুআজ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূল আলা ইবনুশ শিখ্খীর (রহ.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর এক কথাকে আরেক কথা দিয়ে রহিত করতেন, যেমন কুরআনের একাংশ দিয়ে অন্যাংশ রহিত করা যায়।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮০৩।
- এই হাদীসটি মাওকূফ, যা তাবে'য়ী কর্তৃক বর্ণিত। এটা সরাসরি রসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণিত নয়। তাই এ হাদীসটি বিধানের ক্ষেত্রে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীস-৩

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْفَجْرِ فَتَرَكَ آيَةً فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. قَالَ أُبَيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا أَوْ نُسِّيتَهَا قَالَ : نُسِّيتُهَا.

সাঈদ ইবন আব্দির রহমান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লেখা হয়েছে– সাঈদ ইবন আব্দির রহমান তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা রসূল (স.) ফজরের সালাত আদায়কালে একটি আয়াত বাদ দিয়ে পড়লেন। সালাত শেষে রসূল (স.) বললেন– আমাদের এ দলে 'উবাই' উপস্থিত নেই? উবাই উত্তরে বললেন– হে আল্লাহর রসূল! হ্যাঁ উপস্থিত আছি। অমুক অমুক আয়াত কি রহিত হয়েছে নাকি আপনাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে? রসূলুল্লাহ (স.) বললেন : আমি ভুলে গিয়েছি।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং- ১৫২০৪।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الطَبَرَانِي ... ... حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد ... ... عن سالم عن ابيه قال قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله ﷺ فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان بها فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله ﷺ فذكرا له فقال رسول الله ﷺ إنها مما نسخ وأنسي.

ইমাম আত-তাবরানী (রহ.) সালিম (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন ওয়াকিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুজামুল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন– সালিম থেকে তিনি তাঁর বাবা থেকে বলেন যে, দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছ হতে একটি সুরা মুখস্থ করেছিলেন। সুরাটি তাঁরা পড়তেই থাকেন। একদা রাত্রির নামাজে সুরাটি তাঁরা পড়ার ইচ্ছে করেন কিন্তু কোনোক্রমেই স্মরণ করতে পারেন না।

হতবুদ্ধি হয়ে তাঁরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং ওটা বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (স.) তখন তাদেরকে বলেন– 'এটা মানসুখ হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে উত্তম দেওয়া হয়েছে। তোমাদের অন্তর হতে ওটা বের করে নেওয়া হয়েছে।'

- আত-ত্বাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদীস নং-৪৬৩৭।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীসগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ হাদীসগুলো এবং এ ধরনের আরও কিছু হাদীস থেকে কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার সমর্থনে বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে হাদীসগুলোর বক্তব্য পূর্বে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, অনেক শক্তিশালী সহীহ হাদীস ও Common sense–এর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের (বর্ণনাধারা) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী হাদীসগুলো সহীহ হতে পারে, কিন্তু রসূল (স.)-এর বলা কথা হিসেবে হাদীসগুলোর বক্তব্য (মতন) গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি?

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়েছে বলে প্রচারিত আয়াতের অতীতের একটি তালিকা

ক্রম	মানসুখ (রহিত হওয়া)	নাসিখ (রহিতকারী)
১	বাকারা/২ : ১৮০	নিসা/৪ : ১১-১২ নাযিলের পর বর্ণিত হাদীস দ্বারা
২	বাকারা/২ : ২৪০	বাকারা/২ : ২৩৪, নিসা/৪ : ১২
৩	আনফাল/৮ : ৬৫	আনফাল/৮ : ৬৬
৪	আহযাব/৩৩ : ৫২	আহযাব/৩৩ : ৫০
৫	মুজাদালা/৫৮ : ১২	মুজাদালা/৫৮ : ১৩
৬	বাকারা/২ : ১১৫	বাকারা/২ : ১৪৪
৭	বাকারা/২ : ১৮৪	বাকারা/২ : ১৮৫
৮	বাকারা/২ : ৬২, মায়েদা/৫ : ৬৯	আলে ইমরান/৩ : ৮৫
৯	আলে ইমরান/৩ : ১০২	তাগাবুন/৬৪ : ১৬, হুজুরাত/৪৯ : ১৪
১০	নিসা/৪ : ১৫-১৬	নূর/২৪ : ২-৪
১১	মায়েদা/৫ : ২ (হারাম মাসের বাক্যাংশ), তাওবা/৯ : ৩৬	বাকারা/২ : ১৯৪
১২	মুযযাম্মিল/৭৩ : ২-৪	মুযযাম্মিল/৭৩ : ২০, বনী ইসরাঈল/১৭ : ৭৯
১৩	নিসা/৪ : ৪৩ (নেশার প্রসঙ্গ)	মায়েদা/৫ : ৯০
১৪	তাওবা/৯ : ৫ নং আয়াতটি সুন্নাতে রসূল দ্বারা রসূল (স.)-এর জীবদ্দশার শেষ বর্ষ থেকে রহিত।	
১৫	আহযাব/৩৩ : ৫০ নং আয়াতটি (হেবাকারিণীকে মহরানা ছাড়াই বিয়ের অনুমতি) রসূলের জন্য খাস। এই বিধান পালনের সময় রসূলের ইন্তেকালের মাধ্যমে অতীত হয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আয়াতটি মানসুখ আয়াতে পরিণত হয়েছে।	

১৬	মায়েদা/৫ : ৩ নং আয়াতে মৃত জীবকে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মাছের ব্যাপারে হাদীস দিয়ে ঐ হুকুম রহিত হয়। এ ছাড়া অন্য সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে তা কার্যকর।
১৭	মায়েদা/৫ : ৬ নং আয়াতে পা মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে অথচ হাদীসের মাধ্যমে মোজা পরিহিত অবস্থায় তা কার্যকর নয় বরং মোজার ওপর মাসেহ করাই যথেষ্ট।
১৮	নিসা/৪ : ১০১ নং আয়াতের বিধান (কসরের নামাজ) হাদীস দিয়ে সব রকমের সফরে প্রযোজ্য, যদিও কুরআনে শুধু ভয়ের সময়ের উল্লেখ রয়েছে।
১৯	নূর/২৪ : ২ নং আয়াতের বিধান হাদীস দিয়ে অবিবাহিতদের জন্য সীমিত হয়েছে। যদিও কুরআনে তা সাধারণভাবেই বলা হয়েছে।
২০	সুরা মু'মিনুন/২৩ : ৬-এর দাসী প্রসঙ্গটি বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে রহিত।
২১	সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ১১০ নং আয়াতের মধ্যম স্বরে নামাজ পড়ার আদেশ হাদীস দিয়ে রহিত হয়ে বিভিন্ন ওয়াক্তে বিভিন্ন রাকায়াতে বিভিন্ন রকম নির্ধারিত হয়েছে।
২২	মাদানী যুগের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলো দিয়ে মাক্কী যুগের ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতার আয়াতগুলো রহিত।
২৩	সহীহ মুসলিম ৭৩১৯ নং হাদীস অনুযায়ী ফুরকান/২৫ : ৭০ নং আয়াতটি নিসা /৪ : ৯৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত।

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়েছে বলে প্রচারিত আয়াতের সর্বশেষ তালিকা

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রথম দিকে নাসিখ-মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ছিল পাঁচ শতেরও বেশি। শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) তার রচিত 'ইতকান' গ্রন্থে ঐ সংখ্যা ২১টি বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) তার রচিত 'আল ফাউযুল কবীর' গ্রন্থে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা বলেছেন ৫টি। সর্বশেষে বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী তার রচিত 'উলুমুল কুরআন' (দ্বিতীয় প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা ১২০-১২৩) গ্রন্থে মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ৪টি বলে উল্লেখ করেছেন। সে ৪টি আয়াত হলো–

১. বাকারা/২ : ১৮০
২. আনফাল/৮ : ৬৫
৩. মুজাদালাহ/৫৮ : ১২
৪. মুযযাম্মিল/৭৩ : ২-৪

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত বলে প্রচারিত সর্বশেষ তালিকার পূর্বের তালিকার ৪টি আয়াতের পর্যালোচনা

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত বলে প্রচারিত সর্বশেষ তালিকার পূর্বের তালিকার ৪টি আয়াত হলো–

১. সুরা আল বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের সিয়ামের ফিদিয়া (বিনিময়) দেওয়ার অংশটি।

২. সুরা আন নিসার ৪৩ নং আয়াতের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে না আসার অংশটি।

৩. সুরা আল মায়েদার ৩ নং আয়াতের মৃত জীব হারাম হওয়ার হুকুম হাদীস দ্বারা মাছের ব্যাপারে রহিত হওয়া।

৪. সুরা আল বাকারার ২৪০ নং আয়াতের মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণপোষণের বিষয়টি সুরা বাকারার ২৩৪ ও নিসার ১২ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ (রহিত) হওয়া।

এ ৪টি আয়াত মানসুখ আয়াতের সর্বশেষ তালিকায় নেই। অর্থাৎ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এবং বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী সাহেব ঐ ৪টি আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে বলে মনে করেন না। কিন্তু আয়াত ৪টির হুকুম রহিত হয়ে গেছে বলে অধিকাংশ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ জানেন এবং প্রচার করেন। তাদের এ ধারণা ও প্রচারণা মানব সভ্যতা এবং ইসলামের ব্যাপক অকল্যাণ করছে। তাই, প্রথমে এ ৪টি আয়াতের মানসুখ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে।

তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত বলে প্রচারিত আয়াতের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনার সময় যে কথা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে

একটি বিষয় সম্পর্কিত পরে নাযিল হওয়া বিধান ঐ বিষয় সম্পর্কিত পূর্বে নাযিল হওয়া বিধানকে রহিত করে দেয় ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়। এর কারণ হলো– পুরো কুরআন একবারে রসূল (স.)-এর কাছে নাযিল হয়নি। ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার যে দায়িত্ব রসূল (স.)-কে দেওয়া হয়েছিল

সে কাজে সফল হওয়ার ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য, অবস্থা অনুযায়ী ২৩ বছর ধরে একটু একটু করে নাযিল করা হয়েছে। তাই কোনো বিষয়ের একটি দিক এক আয়াতে এবং অন্যদিক অন্য আয়াতে নাযিল করা হয়েছে। আবার একই তথ্য বিভিন্ন জায়গায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য একটি বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের চূড়ান্ত বা পূর্ণ তথ্য জানতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে। আর এই পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে, একটি আয়াত আর একটি আয়াতের সম্পূরক ও পরিপূরক তবে বিরোধী নয়। অর্থাৎ একটি আয়াতের তথ্যের সাথে অন্য আয়াতের তথ্য যোগ করে সকল বিষয়ের চূড়ান্ত বিধান সাব্যস্ত হবে। কখনই একটি আয়াতের তথ্য দিয়ে অন্য আয়াতের তথ্য বিয়োগ বা রহিত করে কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত বিধান নির্ণীত হবে না। উদাহরণস্বরূপ গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়টি ধরা যেতে পারে। গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়ে কুরআনের তিনটি আয়াত হলো–

আয়াত-১

... ... اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ... ...

... ... অবশ্যই সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে। ... ...

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

আয়াত-২

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ...

যারা কবিরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকবে কিন্তু কবীরার চেয়ে ছোটো মাত্রার গুনাহ থেকে নয় (পরকালে তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক। ... ...

(সুরা আন নাজম/৫৩ : ৩২)

আয়াত-৩

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۭ ... ...

আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহের কাজ করে যেতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। ... ... (সুরা আন নিসা/৪ : ১৮)

আয়াত তিনটি হতে বের হয়ে আসা চূড়ান্ত বিধান

সুরা হুদ ও নাজম মক্কায় এবং সুরা নিসা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ সুরা হুদ ও নাজম আগে এবং সুরা নিসা পরে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরা হুদের আয়াতটির সরল বক্তব্য হলো– নেক আমল সব ধরনের (সগীরা ও কবীরা) গুনাহ রহিত করে দেয়। আর সুরা নাজমের আয়াতটির সরল বক্তব্য– কেউ কবীরা গুনাহ মুক্ত হতে বা থাকতে পারলে তার সগীরা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন। অন্য দিকে সুরা নিসার আয়াতটির সরল বক্তব্য হলো মৃত্যুর পূর্বে করা তাওবা ছাড়া কোনো (সগীরা ও কবীরা) গুনাহ মাফ হবে না।

একটি বিষয় সম্পর্কিত পরে নাযিল হওয়া বিধান পূর্বে নাযিল হওয়া বিধানকে রহিত করে দেয় ব্যাপারটি এমন হলে বলতে হবে– পরে নাযিল হয়েছে বলে সুরা নিসার ১৮ নং আয়াত, সুরা হুদের ১১৪ নং এবং সুরা নাজমের ৩২ নং আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ গুনাহ মাফের বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য দাঁড়াবে– শুধুমাত্র তাওবার মাধ্যমে গুনাহ (সগীরা ও কবীরা) মাফ হবে। নেক আমলের মাধ্যমে কোনো গুনাহ মাফ হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে কুরআনের উল্লিখিত তিনটি আয়াতসহ সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে চূড়ান্ত তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো–

- নেক আমলের মাধ্যমে শুধু সগীরা গুনাহ মাফ হয়।
- মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে করা তাওবার মাধ্যমে (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) সকল তথা ছগীরা, মধ্যম ও কবীরা গুনাহ মাফ হয়।

১. 'সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতটি দিয়ে ১৮৪ নং আয়াতের সিয়ামের ফিদিয়ার (বিনিময়) অংশটি রহিত হয়ে গেছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

সুরা বাকারা ১৮৪ নং আয়াত

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

(এই সিয়াম পালন) নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এই সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর যাদের জন্য তা (সিয়াম) পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর, তারা (প্রতি সওমের জন্য) একজন

মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে (ফিদিয়া)। তবে যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে (কষ্ট সহ্য করে) কল্যাণকর কাজ করে তা তার জন্যই কল্যাণকর হয়। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য (অনেক) কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়াশীল। তাই তিনি এ আয়াতের মাধ্যমে তিন বিভাগের মানুষের জন্য সিয়াম পালন করার বিষয়ে শর্তসহ কিছু ছাড় দিয়েছেন। বিভাগ তিনটি, ছাড় ও শর্তগুলো হলো–

১. যারা ভ্রমণে আছেন তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভ্রমণের সময় সিয়াম না রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং ভ্রমণ শেষে ভাঙা সিয়ামগুলো রেখে দিতে বলেছেন।

২. যারা এমন রোগাক্রান্ত যে সিয়াম পালন করলে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হবে তাদেরও সিয়াম পালন না করার অনুমতি দিয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে ভাঙা সিয়ামগুলো রেখে দিতে বলেছেন।

৩. যাদের জন্য সিয়াম পালন করা 'অত্যন্ত কষ্টকর' তাদের জন্য সিয়াম না রেখে বিনিময় (ফিদিয়া) দিতে বলেছেন। ঐ বিনিময় হলো একটি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে ২ বেলা খাওয়ানো।

সিয়াম রাখার বিষয়ে উপরোক্ত তিন বিভাগের লোকদের আল্লাহর ছাড় দেওয়ার কারণ হলো তাদের জন্য সিয়াম রাখা কষ্টকর। প্রথম দুই বিভাগের লোকেরা কারা তা আল্লাহ সুনির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে কারা হবে তা মহান আল্লাহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। Common sense-এর আলোকে সহজেই বোঝা যায় যে, এ বিভাগে পড়বে–

১. যারা কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে জীবন চালায় (রিক্সাচালক, ঠেলাগাড়ী চালক, ক্ষেত মজুর ইত্যাদি)। এ লোকদের–
   - সিয়াম রাখতে গেলে পিপাসা, ক্ষুধা বা উভয়টির কারণে স্বাস্থ্যের ভীষণ ক্ষতি হতে পারে।
   - সমস্ত বছর ঐ কাজ করতে হয়। তাই তাদের ঐ অবস্থা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সিয়াম রেখে দেওয়ার সুযোগ নেই।

২. অতীশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি বা যারা এমন রোগে আক্রান্ত যা থেকে সেরে উঠে ভাঙা সিয়াম রেখে দেওয়ার সুযোগ নেই।

প্রচলিত কথা হলো– পরের আয়াত তথা ১৮৫ নং আয়াতে ফিদিয়ার বিষয়টি না থাকায় এখন ফিদিয়ার বিষয়টি কঠোর কায়িক পরিশ্রম করা ব্যক্তিদের জন্য চালু নেই। ফিদিয়ার বিষয়টি চালু আছে শুধুমাত্র অতীশয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি,

গর্ভবতী, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা এবং যারা এমন রোগে আক্রান্ত যা থেকে সেরে উঠে ভাঙা সিয়াম রেখে দেওয়ার সুযোগ নেই তাদের জন্য। প্রায় সকল মাদ্রাসা পড়া ব্যক্তি ও সাধারণ মুসলিম বিষয়টি জানে ও মানে।

পরের আয়াতটি হলো–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

রমযান (হলো সে) মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা (Manual), পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস (শুরুর) সাক্ষ্য পাবে সে যেন সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে সে যেন অন্য দিনগুলোতে সিয়ামের সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং কঠিন করতে চান না। আর (এ অনুগ্রহ) এ জন্য যেন তোমরা (সিয়ামের) সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো, আল্লাহ তোমাদের পথনির্দেশিকা দেওয়ায় তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারো এবং তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

প্রকৃত বিষয় হলো– ফিদিয়ার বিষয়টি অতীব কায়িক পরিশ্রমকারী সুস্থ ব্যক্তিদের জন্যও চালু আছে। এ কথার যুক্তি/প্রমাণ–

যুক্তি/প্রমাণ-১

❑ **আল্লাহ তা'য়ালার সর্বাপেক্ষা ন্যায়বিচারক না থাকার দৃষ্টিকোণ (নাউযুবিল্লাহ)**

কষ্ট হবে বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে বলে মহান আল্লাহ সফরে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সিয়াম রাখার বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন এবং বলেছেন– 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না'। বর্তমানে প্লেনে বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে অনেক দূর ভ্রমণ করলেও তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু আল্লাহ দয়াশীল তাই কিছু না কিছু কষ্ট হয় বলে ভ্রমণকারীর জন্য ভ্রমণ অবস্থায় সিয়াম না রাখার অনুমতি দিয়েছেন। তাই, কঠোর পরিশ্রম করে জীবন চালানো ব্যক্তিদের সিয়াম রাখার ব্যাপারে কোনো ছাড় না দিলে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বাপেক্ষা ন্যায়বিচারক থাকেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

যুক্তি/প্রমাণ-২

❑ আল্লাহ তা'য়ালার তিন কালের জ্ঞান নেই কথাটি বলার দৃষ্টিকোণ (নাউযুবিল্লাহ)

১৮৪ নং আয়াতে ফিদিয়ার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু ১৮৫ নং আয়াতে নেই। তাই ঐ আয়াত রহিত। এ কথা বলার অর্থ হলো– আল্লাহ তা'য়ালার তিন কালের জ্ঞান নেই কথাটি বলা (নাউযুবিল্লাহ)।

যুক্তি/প্রমাণ-৩

❑ রহিত হওয়া বিষয়টি আংশিক প্রয়োগের দৃষ্টিকোণ

বলা হয় ফিদিয়ার হুকুমটি অতীশয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বা সুস্থ হওয়ার সুযোগ নেই এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে চালু আছে। তবে কায়িক পরিশ্রমকারী সুস্থ ব্যক্তিদের ব্যাপারে রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৮৫ নং আয়াতে ফিদিয়ার কথাটি আল্লাহ উল্লেখই করেননি। তাই এ হুকুমটি রহিত হলে উভয় বিভাগের জন্য রহিত বলতে হবে। এক বিভাগের জন্য রহিত ও অন্য বিভাগের জন্য চালু আছে এ কথা বলার সুযোগ আয়াত অনুযায়ী নেই।

যুক্তি/প্রমাণ-৪

❑ হাদীসের ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণ

১৮৫ নং আয়াতে ফিদিয়ার বিষয়টি উল্লেখ না করার প্রকৃত কারণ হলো সেটি– যা হজরত মুয়ায (রা.) এবং সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করা দুটি হাদীসে উল্লেখ আছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীরে সুরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীস দুটি উল্লেখ করা হয়েছে)

হজরত মুয়ায (রা.) বর্ণিত হাদীসটির সিয়াম সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু নিম্নরূপ–

رُوِيَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ... ... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلَاةِ ... ... وَأَمَّا أَحْوَالُ الصِّيَامِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَصَامَ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ

طَعامُ مِسْكِينٍ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأُخْرَى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: ١٨٤]

মুআজ ইবন জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লেখা হয়েছে– মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– সালাতের ব্যাপারে তিনবার রূপান্তরের ঘটনা ঘটেছিল এবং সাওমের ক্ষেত্রেও তিনবার রূপান্তরের ঘটনা ঘটেছিল। আর সালাতের রূপান্তরগুলো হলো ... ... আর সাওমের রূপান্তরগুলো হচ্ছে– মহানবী (স.) মদিনায় এসে প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম এবং আশুরার সিয়াম পালন করতেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিয়াম ফরজ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা সিয়ামকে ফরজ করে সুরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াত নাযিল করলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ... ... যাদের জন্য সিয়াম পালন করা অতিমাত্রায় কষ্টকর তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে"।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যার ইচ্ছা সে সিয়াম রাখতো আর যার ইচ্ছা সে একজন মিসকীনকে খাইয়ে দিত এবং সিয়ামটি তার পক্ষ হতে আদায় হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হত।

এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আরেকটি আয়াত নাযিল করেন– "রামাদান মাস যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে ... ... অতঃপর কেউ যদি রমাদান মাস পায় সে যেন সিয়াম রাখে।" (সুরা বাকারা : ১৮৫) ... ...।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২২৭৭৮
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণিত হাদীসটির সিয়াম সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বক্তব্যটুকু নিম্নরূপ–

أَخْرَجَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ .. .. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ... ... عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ... ...

ইমাম বুখারী (র.) সালামহ ইবন আকওয়া (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন– সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা.) বলেন, যখন "আর যাদের জন্য সিয়াম রাখা অতি কষ্টকর তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবে"– এ আয়াত নাযিল হলো, তখন যে চাইতো সে সিয়াম ভেঙে ফিদিয়া দিয়ে দিত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন পরের আয়াতটি ... ...

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৪২৩৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস দুটির পর্যালোচনা

হাদীস দুটি পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়– ১৮৪ নং আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সকলে তথা ভ্রমণে থাকা ব্যক্তিরা ভ্রমণ শেষে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা সুস্থ হয়ে এবং অতিকষ্টে সিয়াম রাখতে সক্ষম হওয়া ব্যক্তিগণ ফিদিয়া দিতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আয়াতটিতে প্রথম দুই ধরনের ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া সিয়াম পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। তাই আল্লাহ ১৮৫ নং আয়াতে শুধু ঐ দুই বিভাগের মানুষকে ভাঙা সিয়াম পুরো করে দেওয়ার বিষয়টি আবার উল্লেখ করেছেন।

ভীষণ কায়িক পরিশ্রম করে চলা ব্যক্তিদের জন্য ফিদিয়া চালু না থাকার কুফল–

১. তাদের অধিকাংশই সিয়াম থাকে না এবং ফিদিয়াও দেয় না। ফলে তারা এবং সমাজ সিয়ামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
২. শত্রু এবং বঞ্চিতদের ইসলামকে একটি অযৌক্তিক এবং ধনীদের জীবনব্যবস্থা বলার সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে– একজন কায়িক পরিশ্রম করে চলা ব্যক্তি দুই বেলা একজন মানুষকে খাওয়াবে কীভাবে। এ প্রশ্নের উত্তর হলো–

১. দুই বা তার অধিক মানুষের খাবার থেকে একজন মানুষের খাবার বের করা একেবারে অসম্ভব নয়।
২. কায়িক পরিশ্রম করে চলা ব্যক্তিদের কোনই সেভিংস থাকে না এটিও সকল ক্ষেত্রে সঠিক নয়।

এ সকল তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায় যে– সুরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতে উল্লিখিত সিয়ামের ফিদিয়ার (বিনিময়) অংশটি কায়িক পরিশ্রমকারীদের জন্যও চালু আছে তথা রহিত হয়নি।

২. 'সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতে না আসার হুকুমটি রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াতের ঐ অংশটুকু হলো–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ..

হে যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো ... ...

প্রচলিত কথা হলো– আয়াতের এ অংশের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে গেছে সুরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতের মদ হারামের হুকুমের মাধ্যমে।

প্রকৃত তথ্য– বিষয়টি বোঝা সহজ হবে মদ হারাম করার ব্যাপারে আল্লাহ যে বক্তব্যগুলো নাযিল করেছেন তা জানা থাকলে–

- প্রথম বক্তব্য এসেছে সুরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে। এখানে মদের অপকারিতা ও উপকারিতার কথা বলা হয়েছে।
- দ্বিতীয় বক্তব্য এসেছে সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে। এখানে দিন-রাতের ৫টি সময়ে মদ খেতে পরোক্ষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
- শেষ বক্তব্য এসেছে সুরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে। এ আয়াতে মদকে সরাসরি হারাম করা হয়েছে।

মদ সম্বন্ধে নাযিল হওয়া হুকুমগুলোর সময়ক্রম–

- প্রথমটি– ১ম হিজরীর প্রথম দিকে।
- দ্বিতীয়টি– ৩য় হিজরীর শেষভাগ হতে ৪র্থ হিজরীর শেষ বা ৫ম হিজরীর প্রথম দিকে।
- শেষটি– ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ বা ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে।

তাহলে দেখা যায়– মদ (নেশা জাতীয় বস্তু) খাওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য মহান আল্লাহ পর্যায়ক্রমে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হলো–

১. মদের খারাপ ও ভালো দিকগুলো জানানো।
২. দিন-রাতের ৫টি সময়ে (পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে এবং সালাতের আগে নেশা মুক্ত হতে যে পরিমাণ সময় লাগে সে পরিমাণ সময়) মদ না খেতে বলা।
৩. মদ খাওয়া পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা।

মদ থেকে ঈমানদার ব্যক্তিদের দূরে সরানোর জন্য মহান আল্লাহর নেওয়া কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

১. মহান আল্লাহ মক্কার সুদীর্ঘ ১৩ বছর মদ সম্বন্ধে কোনো আয়াতই নাযিল করেননি। তাই, নিষেধ না থাকার কারণে মক্কায় ঈমান আনা অধিকাংশ বা অনেক সাহাবী মদ খেতেন বলে ধরে নেওয়া যায়।

২. সাহাবীগণ অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও, মদীনায় নাযিল হওয়া প্রথম বক্তব্যেই আল্লাহ মদকে হারাম বলে ঘোষণা করেননি। কারণ সেটি তাঁর তৈরি করা প্রাকৃতিক আইনের বিরোধী হতো। আল্লাহর তৈরি সে প্রাকৃতিক আইন (চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা) হলো– নেশাগ্রস্ত মানুষের নেশার জিনিস হঠাৎ বন্ধ করে দিলে ভীষণ কষ্ট হয় (Withdrawal symptom), যা সাধারণত তারা সহ্য করতে পারে না। তাই নেশার বস্তু থেকে তাদের ধীরে ধীরে সরাতে হবে। আর তাই, প্রথম বক্তব্যে আল্লাহ মদের অপকারিতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে মানুষকে তথ্য দিয়ে মদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করার (Counseling) ব্যবস্থা নিয়েছেন। চিকিৎসা বিদ্যায়ও এ বিষয়ের প্রথম পদক্ষেপ এটি।

৩. মদ নিষিদ্ধ বিষয়ক দ্বিতীয় বক্তব্যটি আল্লাহ নাযিল করেছেন প্রথম বক্তব্য নাযিল করার তিন থেকে চার বছর পর। এ বক্তব্যেও আল্লাহ মদ সম্পূর্ণ হারাম না করে দিন রাতের কিছু সময় মদ খাওয়া পরোক্ষভাবে নিষেধ করেছেন।

৪. মদ নিষিদ্ধ বিষয়ক চূড়ান্ত বক্তব্যটি আল্লাহ নাযিল করেছেন দ্বিতীয় বক্তব্য নাযিল করার প্রায় দুই বছর পর।

তাহলে দেখা যায়– আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে ঈমান আনা ব্যক্তিদের নেশার বস্তু থেকে দূরে সরানোর জন্য তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইনের সম্পূরক ব্যবস্থা মহান আল্লাহ নিয়েছেন। আল্লাহর তৈরি সে প্রাকৃতিক আইন বর্তমানে একই আছে এবং ভবিষ্যতে একই থাকবে। তাই, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নেশার অভ্যাস থাকা অবস্থায় ঈমান আনা ব্যক্তিদের বেলায়ও নেশার বস্তু থেকে দূরে সরানোর জন্য ঐ বিধান একই থাকবে। কারণ, তা না থাকলে–

১. নিজের তৈরি আইনের বিপরীত কাজ করতে মানুষকে বলা হবে। যা সর্বশ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা ও শাসকের গুণের (সিফাত) বিপরীত কাজ হবে।

২. একই বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদির প্রথম ১৯-২০ বছরে ঈমান আনা ব্যক্তিদের জন্য সহজে অনুসরণযোগ্য বিধান দেওয়া হবে এবং পরে

ঈমান আনা ব্যক্তিদের জন্য অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব হওয়া বিধান দেওয়া হবে! এটি আল্লাহ্ তা'য়ালার সবচেয়ে বড়ো ন্যায়-বিচারক গুণের পরিপন্থি।

৩. এ বিধান অনুসরণ করতে গিয়ে অপারগ হয়ে নেশার অভ্যাস থাকা অবস্থায় নতুন ঈমান আনা মানুষের অনেকে ঈমান পরিত্যাগ করবে বা নেশার অভ্যাস থাকা অমুসলিমরা ঈমান আনতে ভয় পাবে।

তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে–

- সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াত রহিত হয়নি।
- এ আয়াত বর্তমানে প্রযোজ্য আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে।
- এটি প্রযোজ্য থাকবে নেশার অভ্যাস থাকা নতুন ঈমান আনা ব্যক্তিদের জন্য এবং নেশাগ্রস্ত মুসলিমদের নেশা থেকে মুক্ত করার চিকিৎসা দেওয়ার সময়কালে।

৩. সুরা মায়েদার ৩ ও বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে থাকা মৃত জীব খাওয়া হারাম হওয়ার হুকুমটি মাছের ব্যাপারে হাদীস দিয়ে রহিত হওয়া বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো– কুরআন মৃত জীব খাওয়াকে হারাম করেছে। কিন্তু হাদীসে মৃত মাছ খাওয়ার অনুমতি আছে। তাই, কুরআনে থাকা মৃত জীব খাওয়া হারাম হওয়ার সাধারণ আদেশটি মাছের ব্যাপারে হাদীস দিয়ে রহিত হয়েছে।

কুরআনে থাকা মৃত জীব খাওয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি অধিক বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা আয়াতটি হলো–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۭ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۭ ... ...

তোমাদের জন্য হারাম করা হচ্ছে মৃত (পশু), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া পশু, প্রহারে মৃত্যু হওয়া পশু, ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হওয়া পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া। (আরও হারাম করা হচ্ছে) পূজার বেদীতে

বলি দেওয়া পশু এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা। এ সব পাপ-কাজ। ... ... (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৩)

চলুন এ বিষয়টির গ্রহণযগ্যতা এখন পর্যালোচনা করা যাক–

Common sense/আকল

'মৃত মাছ বা জবাই করা ছাড়া মাছ খাওয়া যাবে না'– এমন আদেশ বাস্তবতা বা Common sense সম্মত নয়। অনেক মাছ পানির ওপর উঠানোর সাথে সাথে মারা যায়। যেমন– ইলিশ মাছ, কাচকি মাছ ইত্যাদি। আবার কাচকি মাছসহ অনেক ছোটো মাছ জীবিত জবাই করাও সম্ভব নয়। তাই, মৃত মাছ বা জবাই করা ছাড়া মাছ খাওয়া যাবে না– এটি যদি বিধান হয় তবে মুসলিমদের মাছ খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিতে হবে।

অন্যদিকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পচা মাছ খায় না তবে মৃত টাটকা মাছ খায়। তাই, 'পচা মাছ খাওয়া যাবে না বা টাটকা মাছ খেতে হবে' এ বিধান Common sense সম্মত।

♣♣ ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'মৃত মাছ বা জবাই করা ছাড়া মাছ খাওয়া যাবে না' কথাটি সঠিক নয় তথা কুরআন ও হাদীসে না থাকার কথা। পক্ষান্তরে 'পচা মাছ খাওয়া যাবে না বা মৃত কিন্তু টাটকা মাছ খাওয়া যাবে' বিধানটি সঠিক তথা কুরআন ও হাদীসে থাকার কথা।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ... ...

তিনিই সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা (Fresh) মাছ খেতে পারো ... ... (সুরা আন নাহল/১৬ : ১৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে মৃত বা জীবিত উল্লেখ না করে আল্লাহ তাজা তথা টাটকা মাছ (জলজ প্রাণী) খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী মৃত কিন্তু টাটকা (পচা নয়) এমন মাছ খাওয়া যাবে।

তথ্য-২

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ... ...

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য (মাছ) খাওয়া বৈধ করা হয়েছে, তোমরা যেখানে থাকো সেখানে খেতে পারো অথবা পর্যটনকালে। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৯৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে প্রথমে মৃত বা জীবিত উল্লেখ না করে মাছ খাওয়াকে বৈধ করা হয়েছে। অতঃপর মানুষকে বসবাস স্থলে ও পর্যটনকালে মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছে তখন ফ্রিজ ছিল না। আর ঐ সময় আরবে শুঁটকি মাছ খাওয়ার প্রচলন ছিল। তাই, আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়কালে ধৃত মাছ পর্যটনকালে খাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল শুঁটকি করে খাওয়া। আর মাছকে শুঁটকি করে খেতে বলার একটি অর্থ হলো পচা মাছ খেতে নিষেধ করা। তাই, এ আয়াত থেকেও মৃত কিন্তু টাটকা (পচা নয়) ও শুঁটকি মাছ খাওয়া যাবে বলে জানা যায়।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– মৃত মাছ খাওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– 'মৃত মাছ খাওয়া যাবে না' কথাটি কুরআনে নেই। পক্ষান্তরে 'মৃত কিন্তু টাটকা (Fresh/পচা নয়) মাছ খাওয়া যাবে' বিধানটি কুরআনে আছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ মুসআব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেছেন– দুই প্রকারের মৃত ও দুই প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মৃত দুটি হলো মাছ ও টিড্ডি। আর রক্ত দুটি হলো যকৃৎ ও প্লিহা।

♦ ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং- ৩৩১৪।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ.

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ ইবন আবদাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (স.) বলেছেন– সমুদ্র যে মাছকে বাইরে নিক্ষেপ করে অথবা সমুদ্রের পানি কমে যাওয়ার কারণে যে মাছ ওপরে চলে আসে তোমরা তা ভক্ষণ করবে। কিন্তু যে মাছ সমুদ্রের মধ্যে মরে ভেসে উঠে তোমরা তা খাবে না।

♦ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭১।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সমুদ্রে, নদীতে বা পুকুরে মরে ভেসে উঠা মাছ সাধারণত পচা হয় বা কোনো রোগে মারা যায়। তাই এ হাদীসে পচা মাছ (টাটকা নয় এমন মাছ) খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস দুটির শিক্ষা হলো– 'পচা মাছ খাওয়া যাবে না। তবে মৃত কিন্তু টাটকা মাছ খাওয়া যাবে'।

♣♣ কুরআন, হাদীস ও Common sense–এর তথ্যের আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– কুরআন মৃত জীব খাওয়াকে হারাম করেছে। কিন্তু কুরআন ও হাদীস মৃত কিন্তু টাটকা (fresh) মাছ খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তাই, কুরআনে থাকা মৃত জীব খাওয়া হারাম হওয়ার সাধারণ আদেশটি মাছের ব্যাপারে হাদীস দিয়ে রহিত হয়েছে, প্রচলিত এ কথাটি সঠিক নয়।

৪. 'সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতের মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণপোষণের বিষয়টি সুরা বাকারার ২৩৪ ও নিসার ১২ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ (রহিত) হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করবে, তারা তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের করে না দিয়ে এক বছরের ভরণপোষণের অসিয়াত করে যাবে। তবে যদি তারা (নিজেরাই) বের হয়ে যায় তাহলে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিয়ম মোতাবেক যাই করুক না কেন তার কোনো দায় তোমাদের ওপর বর্তাবে না। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

সুরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াত–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের জীবিত রেখে যায় তারা (তাদের স্ত্রীগণ) চার মাস দশ দিন নিজেদের (বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায় তখন নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিলে তোমাদের ওপর এর কোনো দায়িত্ব নেই। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত।

সুরা নিসার ১২ নং আয়াত–

... ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ... ... ...

... ... যদি তোমরা নিঃসন্তান হও তা হলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের স্ত্রীরা পাবে। কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তা হলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ (তোমাদের) স্ত্রীরা পাবে, ...

প্রচলিত কথা : মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি সুরা বাকারার ২৩৪ নং ও নিসার ১২ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দুজন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ–

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৪৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– এ আয়াতটি (বাকারার ২৪০ নং আয়াত) পরবর্তী চার মাস দশ দিন ইদ্দত ধার্যকারী আয়াত দ্বারা এবং অসিয়াতের হুকুম রহিত হয়েছে মীরাসের হুকুম দ্বারা। অবশ্য সুকনা (থাকার ব্যবস্থা) সম্পর্কিত হুকুমটি একদলের কাছে রহিত হয়নি। অপর দলের মতে 'লা-সুকনা' হাদীস একে মানসুখ করেছে। যেহেতু সব মুফাসসির এ আয়াতের মানসুখ হওয়ার ব্যাপারে একমত, তাই আমিও মানসুখ মনে করি। কিন্তু এও বলা যেতে পারে যে, আয়াতটি মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য অসিয়াত জায়েয ও মুস্তাহাব বলে প্রমাণ করে। আর নারীর জন্য এ আয়াত অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ অভিমত হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর। আয়াতটিতেও এ ব্যাখ্যার সমর্থন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

যে যুক্তির ভিত্তিতে সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি বাকারার ২৩৪ নং এবং নিসার ১২ নং আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে বলা হয়–

বলা হয় সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির অসিয়াতের কারণে তার জীবিত থাকা স্ত্রীকে এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়ার দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের নিতে হবে। কিন্তু বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ইদ্দত পূরণ হয়ে যাওয়ার পর বিবাহ করলে তাদের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের ওপর বর্তাবে না। তাই, ২৩৪ নং আয়াত ২৪০ নং আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে।

আর নিসার ১২ নং আয়াতের মাধ্যমে জীবিত থাকা স্ত্রীদের মীরাসের অন্তর্ভুক্ত (স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশীদার) করা হয়েছে। মীরাসের আয়াত অসিয়াতকে রহিত করেছে। তাই, নিসার ১২ নং আয়াতও বাকারার ২৪০ নং আয়াতকে রহিত করেছে।

সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি বাকারার ২৩৪ নং এবং নিসার ১২ নং আয়াত দিয়ে রহিত না হওয়ার যুক্তি ও দলিল–

বাকারার ২৪০ নং আয়াতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী যদি স্বামীর ঘরে থাকে তবে এক বছর কাল পর্যন্ত তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের দেওয়া

হয়েছে। অন্যদিকে ২৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ইদ্দতের (৪ মাস ১০ দিন) পর স্ত্রী যদি বিবাহ করে নতুন স্বামীর ঘরে চলে যায় তবে তার ভরণপোষণের আর কোনো দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের ওপর থাকবে না। এ দুই আয়াত পরস্পরের সম্পূরক, বিরোধী নয়। তাই, ২৩৪ নং আয়াত দিয়ে ২৪০ নং আয়াত রহিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদিকে মীরাসের আয়াত অসিয়াতকে মানসুখ করেছে কথাটি যে সঠিক নয় সেটির আলোচনা পরে আসছে। আবার 'মীরাস পাবে বলে ভরণপোষণ পাবে না' কথাটি 'মোহরানা পেয়েছে তাই ভরণপোষণ পাবে না', অগ্রহণযোগ্য এ কথাটির সমতুল্য কথা নয় কি? তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে– সুরা বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি সুরা নিসার ১২ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে কথাটি মোটেই সঠিক নয়।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মানসুখ (রহিত) আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকায় থাকা আয়াত ৪টির মানসুখ হওয়ার সঠিকত্ব পর্যালোচনা

চলুন এখন, রহিত আয়াতের প্রচলিত সর্বশেষ তালিকায় যে চারটি আয়াত আছে সেগুলোর রহিত হওয়া বিষয়টির সঠিকত্ব পর্যালোচনা করা যাক। আয়াত ৪টি হলো–

১. বাকারা/২ : ১৮০
২. আনফাল/৮ : ৬৫
৩. মুজাদালাহ/৫৮ : ১২
৪. মুযযাম্মিল/৭৩ : ২-৪

১. 'সুরা বাকারার ১৮০ নং আয়াতের ওয়ারিশদের জন্য অসিয়াত করার হুকুমটি রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো– সুরা বাকারার ১৮০, ১৮১ ও ১৮২ নং আয়াতে থাকা মৃতের ছেড়ে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিশদের (পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি) জন্য অসিয়াত করার হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে সুরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াতে থাকা মীরাস বণ্টনের (সম্পত্তি বণ্টন) হুকুম দিয়ে। এ বিষয়ে দুই জন মনীষীর বক্তব্য হলো–

ক. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৪৬-৪৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– ইবনে আরাবীর মতে সুরা বাকারার নিম্নের আয়াতটি মানসুখ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও কাছের আত্মীয়দের জন্য ন্যায়সংগতভাবে অসিয়াত করে

যাওয়া তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হলো। এটা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮০)

এই আয়াত রহিত হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন–

- একটি অভিমত হলো মীরাসের আয়াত (সুরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াত) এটা মানসুখ করেছে।
- আরেকটি মতে, ওয়ারিশের জন্য অসিয়াত সম্পর্কিত হাদীস একে মানসুখ করেছে।
- তৃতীয় অভিমত– এটি ইজমার (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) মাধ্যমে মানসুখ করা হয়েছে।

অতঃপর শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লিখেছেন– "আমার মতে নিম্নের আয়াত উক্ত আয়াতটির নাসিখ (রহিতকারী)–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ... ...

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের মধ্যে (সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে) বিধান দিচ্ছেন। ... ...

(নিসা/৪ : ১১-১২)

আর অসিয়াতের হাদীস সেটাকে বিলোপ না করে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।"

খ. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআন' (আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– মীরাসের হুকুম আসার পূর্বে সুরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এর মাধ্যমে ফরজ করা হয়েছিল, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে অসিয়াত করে যাবে যে– পিতা-মাতা, ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কে কতটুকু সম্পদ পাবে। পরবর্তীতে মীরাসের আয়াতটি (নিসা/২ : ১২) অসিয়াতের আয়াতকে মানসুখ করে দেয় এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ-বণ্টনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আইন-কানুন নির্ধারণ করে দেন। এখন আর মুত্যুর পূর্বে অসিয়াত করা কোনো ব্যক্তির ওপর ফরজ নয়।

সুধী পাঠক! চলুন বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক। আল কুরআনে অসিয়াত ও মীরাস বণ্টন সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে দুটি সুরায় তথা সুরা বাকারার ১৮০, ১৮১ ও ১৮২ এবং সুরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতসমূহে। প্রথমে চলুন আয়াতগুলোর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা সরলভাবে জেনে নেওয়া যাক–

সুরা বাকারার ১৮০-১৮২ নং আয়াত–

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ . فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও কাছের আত্মীয়দের জন্য ন্যায়সংগতভাবে অসিয়াত করে যাওয়া তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হলো। এটা আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। অতঃপর কেউ যদি শোনার পর তা (অসিয়াত) পরিবর্তন করে, তবে কেবল পরিবর্তনকারীরাই গুনাহগার হবে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। তবে যে ব্যক্তি অসিয়াতকারীর পক্ষ থেকে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ সুরা বাকারার এ তিনটি আয়াতে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে অসিয়াত (উইল) করে যাওয়া সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো জানিয়েছেন তা হলো–

১. অসিয়াত (উইল) করাকে ফরজ করা হয়েছে।

২. মুত্তাকীদের জন্য অসিয়াত করা একটি কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ছেড়ে যাওয়া সম্পদ অধিক হলে অসিয়াত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অসিয়াতের পরিমাণ কতটুকু তা এখানে বলা হয়নি। এটি জানা যায় রসূল (স.)-এর হাদীসের মাধ্যমে (হাদীসটি পরে উল্লেখ করা হবে)।

৪. অসিয়াত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে করতে বলা হয়েছে।

৫. যাদের জন্য অসিয়াত করতে হবে তাদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়।

৬. অসিয়াত শুনার পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে তবে সে গুনাহগার হবে।

৭. কেউ যদি কৃত অসিয়াতে অবিচার ও অকল্যাণের আশঙ্কা করে এবং অসিয়াতকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে ব্যাপারটি সংশোধন করে দেয়, তবে এতে কোনো গুনাহ হবে না।

সহজে বুঝা যায়– মহান আল্লাহ এ তিনটি আয়াতের মাধ্যমে অসিয়াত (উইল) সম্বন্ধে মৌলিক তথ্যগুলো মোটিমুটি বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

চলুন এখন দেখা যাক– সুরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে আল্লাহ মীরাস (মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন) এবং অসিয়াত সম্বন্ধে কী বলেছেন–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۭ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۭ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۭ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۗءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَاۗرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۔

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের মধ্যে (সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে) বিধান দিচ্ছেন। এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। কিন্তু যদি তারা (সবাই) কন্যা হয়, দুই বা তার অধিক, তাহলে তাদের জন্য তিন ভাগের দুই ভাগ যা সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে গেছে। আর যদি সে (কন্যা) একজন হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। আর তার (মৃতের) সন্তান থাকলে তার পিতা ও মাতা প্রত্যেকের জন্য রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। আর সে (মৃত ব্যক্তি) নিঃসন্তান হলে এবং একমাত্র পিতা-মাতাই তার উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তার (মৃতের) ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। (এ সবই) কৃত ওসিয়াত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মাঝে উপকারের দিক থেকে

কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা অবগত নও। (এই বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অবশ্য পালনীয় (বিধান)। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।

আর তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক তোমরা পাবে। কিন্তু যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে। (এ সবই) তাদের ওসিয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি তোমরা নিঃসন্তান হও তা হলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের স্ত্রীরা পাবে। কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তা হলে তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ (তোমাদের) স্ত্রীরা পাবে, (এসবই হবে) তোমাদের ওসিয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। কোনো পুরুষ বা নারী যদি পিতা-মাতা বা সন্তান উত্তরাধিকারী হিসেবে না রেখে যায় এবং তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে তাহলে তাদের দুজনের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি তারা একের অধিক হয় তাহলে কোনো প্রকার ক্ষতি না করে ওসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর তাদের সবাই তিন ভাগের এক ভাগে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও পরম সহনশীল।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ সুরা নিসার এ দুটি আয়াতে মীরাস তথা মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি বণ্টন করার নিয়ম-নীতি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে তিনি তথ্যগুলো যেভাবে জানিয়েছেন তা হলো–

১. মীরাস যাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে তাদের নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা হলো– পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, স্বামী ও স্ত্রী।
২. মীরাসের অধিকারী ব্যক্তিগণ কে কতটুকু সম্পত্তি পাবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।
৩. মৃত ব্যক্তির যদি কোনো অসিয়াত ও ঋণ থাকে তবে তা মীরাস বণ্টনের আগে পরিশোধ করার কথাটি চারবার উল্লেখ করেছেন।
৪. অসিয়াত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন।
৫. মীরাস এবং অসিয়াত বণ্টনকে আল্লাহর নির্দেশ তথা ফরজ বলেছেন।

তাহলে দেখা যায়– এ আয়াত দুটিতেও মহান আল্লাহ অসিয়াত ব্যবস্থা রহিত নয় বরং চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন চারবার। আর সুরা বাকারার আয়াতের

মতো এখানেও অসিয়াত যেন ক্ষতি বা অকল্যাণকর না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে বলেছেন।

সুরা বাকারা ও নিসার উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রধান শিক্ষাসমূহ–

সুরা বাকারার ১৮০-১৮২ এবং সুরা নিসার ১১-১২ নং আয়াতসমূহের প্রধান শিক্ষাসমূহ হলো–

১. অসিয়াত (উইল) ও মীরাস (সম্পদ বণ্টন) উভয়টি ফরজ।

২. অসিয়াত করতে বলা হয়েছে পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়গণকে। (পিতা-মাতা মীরাসের অংশীদার। আর নিকট আত্মীয়ের মধ্যে মীরাসের অংশীদারগণ অবশ্যই পড়বে এবং তার বাইরের আত্মীয়গণও হবে।)

৩. মীরাস বণ্টনের বর্ণনার মধ্যে আল্লাহ ৪ বার গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে– মীরাস বণ্টন করতে হবে অসিয়াত ও ঋণ আদায় করার পর।

৪. অসিয়াত মীরাসের অধিকারীগণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে।

৫. সম্পদের কতটুকু অংশ অসিয়াত করা যাবে তা কুরআনে নেই। তবে হাদীস (পরে আসছে) থেকে জানা যায় সম্পদের ১/৩ অংশ বা তার কম।

দুটি সুরার এ সকল স্পষ্ট তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায় যে–

- মীরাসের আয়াত ওয়ারিশদের মধ্যে অসিয়াত করার বিধানকে রহিত করেনি।
- অসিয়াত ও মীরাস উভয়টি ফরজ বিধান হিসেবে চালু আছে।

মীরাসের অংশীদারগণ ও মীরাসের বাইরের আত্মীয়গণ অসিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকার কল্যাণ

কল্যাণ-১

মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে একজন (ছেলে, মেয়ে, ভাই বা বোন) দৈহিক প্রতিবন্ধী বা আয়-ইনকামে অন্যদের তুলনায় অনেক দুর্বল হতে পারে। এ অবস্থায় মীরাসের বাইরে কিছু সম্পদ ঐ মীরাসের অংশীদারকে অসিয়াত করলে তাতে অবশ্যই মানবতার কল্যাণ হবে।

কল্যাণ-২

বর্তমান সমাজে এটি প্রচুর দেখা যায় যে, বিয়ের পর ছেলেদের স্ত্রীরা তাদের শাশুড়ি বা ছেলেরা তাদের মায়ের তেমন যত্ন নেয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

কষ্টও দেয়। বেশি সম্পদ থাকা ব্যক্তি ঐ অবস্থা হতে পারে অনুধাবন করে যদি তার স্ত্রীকে মীরাসের বাইরে কিছু বেশি সম্পদ অসিয়াত করে যায় তবে তাতে মানব সভ্যতার অবশ্যই কল্যাণ হবে।

কল্যাণ-৩

বর্তমান সমাজে এটি প্রচুর দেখা যায় যে, নিকট আত্মীয় থাকার পরও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখার কেউ নেই। অথবা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা হয়। বেশি সম্পদ থাকা এক ব্যক্তি অনুধাবন করলো যে, তার অবর্তমানে তার ছেলেরা তাদের দাদা-দাদীকে বা অন্য ভাই-বোনেরা তাদের পিতা-মাতাকে তেমন যত্ন নেবে না। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি যদি তার পিতা-মাতাকে মীরাসের বাইরে কিছু বেশি সম্পদ অসিয়াত করে যায়, তবে তাতে মানব সভ্যতার অবশ্যই কল্যাণ হবে।

কল্যাণ-৪

বাস্তবে দেখা যায়– বাবার অঢেল সম্পদ ছেলে মেয়েদের বিপথে নিয়ে যায়। অন্যদিকে মীরাসের অংশীদারদের বাইরে ব্যক্তির এক বা একাধিক গরীব ও মুত্তাকী নিকট আত্মীয় থাকতে পারে। এ অবস্থায় বেশি সম্পদ থাকা ব্যক্তি, সম্পত্তির ১/৩ অংশ বা তার কম ঐ নিকট আত্মীয়দের জন্য অথবা কোনো মানব কল্যাণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের জন্য অসিয়াত করে গেলে তাতে মানবতার কল্যাণই হবে।

মীরাস ও অসিয়াত সম্বন্ধীয় হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ... ...

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ ، يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে মুসলমানের কাছে অসিয়াতের উপযোগী অর্থ সম্পদ রয়েছে, অসিয়াতনামা লিখে না রেখে তার দুই রাত অতিবাহিত করা জায়েজ নয়।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং -২৭৩৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابنُ مَاجَه ... . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ... .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি নাসর ইবন আলী আল-যাহদামী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসুল (স.) বলেছেন– বঞ্চিত সে ব্যক্তি যে অসিয়াত করা থেকে বঞ্চিত থাকে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৭০০।
- হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ

... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ عَلَى

وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবের (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– যে অসিয়াত করে মরেছে সে সত্য পথ ও ঠিক প্রথার ওপর মরেছে। মুত্তাকী ও শহীদ রূপে মরেছে এবং আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মরেছে।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং -২৭০১।
- হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ... ...

... عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لاَ يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي، قَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، قُلْتُ: أُوصِي

بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ، قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আমির ইবন সাদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহীম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আমের ইবনে সা'দ (রা.) তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম– ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে পশ্চাদ্‌গামী না করেন অর্থাৎ যেন মক্কায় না মরি। তিনি বলেন– খুব সম্ভব আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তোমাকে দিয়ে কিছু লোক উপকৃত হবে। আমি বললাম– আমি অসিয়াত করতে চাই এবং আমার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি আরও বললাম– আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি অসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেন– অর্ধেক অনেক। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন– এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ অনেক বা বেশি। রাবী বলেন, লোকেরা এক তৃতীয়াংশ অসিয়াত করতে লাগল এবং তা তাদের জন্য জায়েজ হয়ে গেল।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৫৯৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الإِمَامُ مالِك ... ... حَدَّثَنِي مَالِكٌ ... ... عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَ. فَقُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ : لاَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ.

ইমাম মালিক (রহ.) আমর ইবন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি মালিক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুআত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন–

আমর ইবন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি এক রোগে আক্রান্ত হলাম এবং মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছলাম। ঐ সময় রসূল (স.) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম– ইয়া রাসুলূল্লাহ আমার প্রচুর মাল আছে আর আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া কোনো ওয়ারিশ নেই। আমি কি আমার সমস্ত মাল অসিয়াত করে যাব? তিনি বললেন– না। আমি বললাম– তাহলে কি তিনভাগের দুইভাগ? তিনি বললেন– না। আমি বললাম– তবে কি অর্ধেক? তিনি বললেন– না। আমি বললাম– তবে কি এক তৃতীয়ভাগ? তিনি বললেন– হ্যাঁ, তৃতীয় ভাগ। আর এক তৃতীয়ভাগও বেশি। তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে এটা তোমার পক্ষে উত্তম, তাদের দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা। ... ...

- মালিক, *আল-মুআত্তা*, হাদীস নং-৩০৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الإِمامُ التِرْمِذِيُ ... ... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ... ... عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ: أَوْصَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: بِكَمْ؟ قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟ قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ: أوص بالعشر فَمَا زَالَت أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) সাদ ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি কুতাইবাহ (রা.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমার এক রোগে রসূল (স.) আমাকে দেখতে এসে বললেন– অসিয়াত করবার ইচ্ছা করেছ কি? আমি বললাম– হ্যাঁ। তিনি বললেন– কী পরিমাণ? বললাম– আমার সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন– তোমার সন্তানের জন্য কী রাখতে চাও? আমি বললাম– তারা বহু সম্পদের অধিকারী। বললেন– তথাপি তুমি দশ ভাগের এক ভাগ অসিয়াত করো। সা'দ বলেন– আমি বার বার তাঁকে এটা কম, এটা কম বলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি বললেন– তুমি তিন ভাগের এক ভাগ অসিয়াত করো। আর তিন ভাগের এক ভাগও বেশি।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৯৭৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الإِمَامُ التِرْمِذِيُ ... ... حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ) إِلَى قَوْلِهِ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি নাসর ইবন আলী আল-জাহদামীয়্যু (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রসুলুল্লাহ (স.) হতে বর্ণনা করেন, কোনো পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবৎ আল্লাহর ইবাদাত করে, অতঃপর তাদের কাছে মৃত্যু পৌঁছলে অসিয়াতের মাধ্যমে ওয়ারিশের ক্ষতি করে, তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আবু হুরায়রা এ আয়াত পাঠ করলেন–

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ .

(কোনো প্রকার ক্ষতি না করে ওসিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর– সুরা নিসার ১২ নং আয়াতের শেষাংশ)

◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২১১৭।

◆ হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُ ... ... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– যদি লোকেরা অসিয়াতের ব্যাপারে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে আসতো, তাহলে খুব ভালো হতো। কেননা, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশও অনেক বেশি বা বড়ো।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৭৪৩।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

এ হাদীসগুলো থেকে অসিয়াত ও মীরাস বণ্টন সম্বন্ধে যে বিষয়সমূহ জানা যায়–

১. অসিয়াত পরিমাণ সম্পদ যার আছে তার জন্য অসিয়াতনামা লিখে রাখা অবশ্যকরণীয় (ফরজ)।
২. অসিয়াত করে মৃত্যবরণ করা মুত্তাকীর পরিচয়।
৩. সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়াত করা যাবে না।
৪. ওয়ারিশদের ক্ষতি হয় এমনভাবে অসিয়াত করা যাবে না। অর্থাৎ মীরাস বণ্টন ও অসিয়াত দুটিই চালু থাকবে তবে অসিয়াতের মাধ্যমে ওয়ারিশদের অকল্যাণ হয় তেমন কিছু করা যাবে না।
৫. কতটুকু সম্পদ থাকলে অসিয়াত ফরজ হবে তা হাদীসে উল্লেখ নেই।

এ হাদীসগুলোর গুরুত্ব

এ হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআনের অসিয়াত ও মীরাসের বক্তব্যের অনুরূপ বা অতিরিক্ত (ব্যাখ্যা), তবে বিপরীত নয়। তাই এ হাদীসগুলো অসিয়াত ও মীরাস বিষয়ক সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

অসিয়াতের নিসাব (যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে অসিয়াত করা ফরজ হবে) সম্বন্ধে উপস্থিত থাকা তথ্য

তথ্য-১

একজন কুরায়শী মারা যায় এবং সে চারশো স্বর্ণ মুদ্রা রেখে যায়। সে কোনো অসিয়াত করেনি। আলী (রা.) বলেন– এই মাল অসিয়াতের যোগ্যই নয়। আল্লাহ তা'য়ালাতো 'ইন তারাকা খাইরান' বলেছেন। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে– আলী (রা.) তাঁর গোত্রের এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যান। তাকে কেউ অসিয়াত করতে বললে আলী (রা.) তাকে বলেন– অসিয়াত তো 'খায়ের' অর্থাৎ অধিক মালে হয়ে থাকে। তুমি তো অল্প মাল ছেড়ে যাচ্ছো। তুমি এ মাল তোমার সন্তানদের জন্য রেখে যাও"।
(ইবনে কাসীর, প্রথম তিন খণ্ড, ৪৯৮ পৃ., সেপ্টে-২০০৭, তাফসীর পাব. কমিটি)

তথ্য-২

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে ব্যক্তি ষাটটি স্বর্ণ মুদ্রা ছেড়ে যায়নি সে 'খায়ের' ছেড়ে যায়নি। অর্থাৎ অসিয়াত করা তার দায়িত্বে নেই। তাউস (রহ.) আশিটি স্বর্ণ মুদ্রার কথা বলেছেন। কাতাদা (রহ.) এক হাজারের কথা বলে থাকেন।
(ইবনে কাসীর, প্রথম তিন খণ্ড, ৪৯৮ পৃ., সেপ্টে-২০০৭, তাফসীর পাব. কমিটি)

তথ্য-৩

ইসলামী আইনবিদদের কেউ কেউ বলেছেন, ষাট দীনার থেকে কম কোনো অংকের সম্পদের ওপর 'খায়ের' শব্দটি প্রযোজ্য নয়। কেউ বলেছেন– 'আশি', কেউ বলেছেন– 'চারশত'। আবার এক হাজার দীনারের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। আর যুগে যুগে, দেশে দেশে, সময় ও স্থানের পার্থক্যের সাথে এ অংকের পরিবর্তন যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
(ফী যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃ., ডিসে-২০০৪)

অসিয়াতের নিসাব সম্পর্কে উপস্থিত থাকা তথ্য থেকে যা নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. অসিয়াতের নিসাব সম্পর্কে কুরআন সুনির্দিষ্ট কিছু না বলে 'খায়ের' তথা 'অধিক' শব্দটি অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য হলো অধিক সম্পদ থাকলে অসিয়াত করতে হবে।
২. অসিয়াতের নিসাব সম্পর্কে হাদীসেও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।
৩. সাহাবী ও ইসলামী বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য থেকে জানা যায়– বেশি সম্পদ না থাকলে অসিয়াত ফরজ হবে না। আর এর পরিমাণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হবে। এটি যৌক্তিকও বটে।

রসূল (স.) নিজে অসিয়াত না করার কারণ

কেউ কেউ বলে থাকেন, রসূল (স.) নিজে অসিয়াত করেননি। তাই, অসিয়াত ফরজ নয়। চলুন এ বিষয়টি এখন পর্যালোচনা করা যাক। এ বিষয়ে যে সকল তথ্য আছে তা হলো–

তথ্য-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ... ... طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

ইমাম বুখারী (রহ.) তালহা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ নুআইম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তালহা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম– নবী (স.) কি কোনো অসিয়াত করে গেছেন? তিনি উত্তর দিলেন– না। তখন আমি বললাম– যখন নবী (স.) কোনো অসিয়াত করে যাননি, তখন তিনি

মানুষের জন্য কী করে অসিয়াত করা বাধ্যতামূলক করে গেছেন এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন– নবী (স.) অসিয়াত করে গেছেন, কারণ তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সুপারিশ করে গেছেন।

[যেহেতু নবীগণ কোনো ধনসম্পদ রেখে যান না সেহেতু (সম্পদের বিষয়ে) কোনো অসিয়াতও করে যান না। তাঁরা শুধু হিদায়াত রেখে যান এবং সে ব্যাপারে অসিয়াত করে যান। সে হিসেবে শেষ নবী (স.)ও আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন এবং এর অনুসরণের জন্য অসিয়াত করে গেছেন।]

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪৪৬০।
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুল (স.) কোনো সম্পদ রেখে যাননি তাই অসিয়াতও করে যাননি। কিন্তু যে অধিক সম্পদ রেখে যাবে তার জন্য অসিয়াত করা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ।

তথ্য-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُ ... ... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

ইমাম বুখারী (রহ.) আমর ইবনুল হারিস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ২য় ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনুল হারিস (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জুওয়াইরা বিনতে হারিস (রা.) এর সহোদর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত– রসুলুল্লাহ (স.) কোনো রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা, দাস-দাসী ও দ্রব্যাদি রেখে যাননি। কিন্তু তাঁর একটি সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও একখণ্ড জমি ছিল যা তিনি সদাকা করেছিলেন।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২৭৩৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মৃত্যুর সময় রসুল (স.) যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা অসিয়াত ফরজ হওয়া সম্পদের পরিমাণের চেয়ে কম থাকায় তিনি অসিয়াত করেননি। একটি সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও একখণ্ড জমি তাঁর ছিল, তিনি তা মৃত্যুর পূর্বে সদাকা করেছিলেন। যেটি করতে কোনো নিষেধ নেই।

তথ্য-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ... ... عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،

ইমাম মুসলিম (রহ.) তালহা ইবন মুসাররিফ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তালহা ইবনে মুসাররিফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম– নবী (স.) কি (মৃত্যুকালে) অসিয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন– না। আমি বললাম– তাহলে কীভাবে লোকদের ওপর অসিয়াত ফরজ হলো? তিনি বলেন– নবী (স.) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ করেছিলেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৪৩১৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন বলেছে– অসিয়াত পরিমাণ সম্পদ থাকলে অসিয়াত করতে হবে। যেহেতু অসিয়াতের পরিমাণ সম্পদ ছিল না তাই তিনি অসিয়াত করেননি। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল হাদীস থেকে জানা যায়– রসূল (স.) অসিয়াত করে যাননি। আর এর কারণ হলো– তাঁর অসিয়াত করার নিসাব পরিমাণ সম্পদ ছিল না।

মীরাসের অংশীদারদের মধ্যে অসিয়াত করা রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হাদীস ও সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ... ... أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হিশাম ইবন আম্মার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি– আল্লাহ প্রত্যেক হকদারেরই হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিশের জন্যই অসিয়াত নেই।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ২৭১৩।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابنُ مَاجَه ... ... حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুওয়াইদ ইবন সাঈদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি ওয়ারিশদের মীরাসের অংশ কেটেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার জান্নাতের মীরাসের অংশ কাটবেন।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ২৭০৩।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُخَارِيُ ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– ধন সম্পদ মৃতের

সন্তান-সন্ততির জন্য এবং অসিয়াত পিতা-মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মানসুখ করেন। তিনি ছেলের অংশ মেয়ের তুলনায় দ্বিগুণ করেন। পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক-অষ্টমাংশ, (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ, এবং স্বামীর জন্য (যদি সন্তান না থাকে) অর্ধেক, (সন্তান থাকলে) এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ২৫৯৬
- ◆ হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস তিনটির গ্রহণযোগ্যতা : প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। এ তিনটি হাদীসের বক্তব্য (মতন) কুরআন, পূর্বোল্লিখিত অনেক অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর স্পষ্ট বিরোধী। তাই এ হাদীসগুলো প্রচলিত মতে সহীহ হলেও এর বক্তব্য বিষয় ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি?

২. 'সুরা আনফালের ৬৫ নং আয়াতে থাকা যুদ্ধ জয়ের সৈন্য-সংখ্যার বিষয়টি ৬৬ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

সুরা আনফালের ৬৫ নং আয়াত–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ .

হে নবী! মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকলে তারা দুইশ জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন এক সম্প্রদায় যারা প্রজ্ঞা রাখে না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে বলেছেন– মু'মিনগণ ধৈর্যশীল হলে যুদ্ধের সময় তাদের একজন, কাফিরদের দশ জনের ওপর বিজয়ী হতে পারবে। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ বলেছেন– কাফিরদের জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিষয়

সম্বন্ধে সঠিক তথা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল না থাকা।

সুরা আনফালের ৬৬ নং আয়াত–

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ .

এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা কমালেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। তাই তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল (দৃঢ়পদ) যোদ্ধা থাকলে তারা দুইশত জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকলে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় তারা দুই হাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– তাঁর জানা আছে মু'মিনদের তখন পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিষয়ের জ্ঞানের দুর্বলতা আছে। তাই, এ অবস্থায় কাফিরদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার অনুপাত হবে ২ : ১। অর্থাৎ একজন মু'মিন দুইজন কাফিরের ওপর বিজয়ী হতে পারবে। যুদ্ধ জয়ের জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামে (প্রাকৃতিক আইন) থাকা অন্য বিষয়ের কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ... ...

আর তোমরা (বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে) তাদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বরোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে আতঙ্কিত করে রাখবে এবং তারা ছাড়া অন্যদেরও যাদের তোমরা জানো না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ৬০)

মুসলিম সমাজে চালু থাকা কথা : আনফালের ৬৫ নং আয়াতটি ৬৬ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দুই জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৫৩ নং পৃষ্ঠায়

উল্লিখিত বক্তব্য হলো– ৬৫ নং আয়াতটি তার পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়েছে। এ আয়াত সম্বন্ধে তাঁরা যা বলেছেন, আমারও (শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী) বক্তব্য তাই।

২. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' বঙ্গানুবাদ (আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– এ আয়াতটি বাহ্যিকভাবে যদিও একটি খবর কিন্তু অন্তর্গত দিক থেকে তা একটি হুকুম। আর তা হচ্ছে দশগুণ শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা থেকে কোনো মুসলমানের পলায়ন করা জায়েয নয়। এ আয়াতকে পরবর্তী আয়াত দ্বারা মানসুখ করা হয়েছে।

বিষয়টি পর্যালোচনা

সুরা আনফাল নাযিল হয়েছে ২য় হিজরিতে, বদরের যুদ্ধের পর। এরপর আরো ৮ বছর ধরে কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই সহজেই বুঝা যায় এ আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত মুসলিমরা, নাযিল না হওয়ার কারণে, পরিপূর্ণ কুরআনের জ্ঞানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। অর্থাৎ তখন মুসলিমদের জীবন সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমলে দুর্বলতা ছিল।

এ তথ্য সামনে থাকলে সহজেই বুঝা যায় যে– ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ যে অনুপাত বলেছেন তা প্রযোজ্য হবে ঐ মু'মিনদের জন্য যারা দৃঢ় ঈমান, ধৈর্যশীলতা এবং জীবন সম্পর্কিত কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আমলের অধিকারী। আর ৬৬ নং আয়াতে উল্লেখিত অনুপাত প্রযোজ্য হবে সে সকল মু'মিনদের জন্য যাদের ঈমান, ধৈর্যশীলতা, জীবন ও যুদ্ধ জয় সম্পর্কিত কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমলের মধ্যে দুর্বলতা আছে।

তাই সহজে বুঝা যায়– ৬৬নং আয়াত ৬৫ নং আয়াতকে রহিত করেনি। বরং এ দুটি আয়াত চিরসত্য তথ্য হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

৩. 'সুরা মুজাদালার ১২ নং আয়াতে থাকা রসূল (স.)-এর সাথে গোপনে কথা বলার জন্য সদাকা দেওয়ার বিষয়টি ১৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

সুরা মুজাদালার ১২ নং আয়াত–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা রসুলের সাথে চুপি চুপি (ব্যক্তিগত) কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদাকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও (সমাজের জন্য) অধিক পরিশোধক। যদি তা না পারো তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সুরা আল মুজাদালা/৫৮ : ১২)

সুরা মুজাদালার ১৩ নং আয়াত–

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সদাকা প্রদান করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো? অতঃপর যখন তোমরা তা (সদাকা) করোনি, আর (পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। আর আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

(সুরা আল মুজাদালা/৫৮ : ১৩)

প্রচলিত কথা হলো– সুরা মুজাদালার ১২ নং আয়াতটি ১৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দুই জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ–

১. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– ইবনে আরাবীর মতে ১৩ নং আয়াতটি ১২ নং আয়াতকে বাতিল করে দিয়েছে। আমিও ইবনে আরাবীর মত সমর্থন করি।

২. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' বঙ্গানুবাদ (আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২৩ নং পৃষ্ঠায়

উল্লিখিত বক্তব্য হলো– এ আয়াতটি তার পরবর্তী আয়াত দিয়ে মানসুখ হয়ে গেছে। নাসিখ আয়াতটি হচ্ছে– ... ... এভাবে কানকথার (গোপনে কথা বলা) পূর্বে সদাকা করার হুকুম মানসুখ করা হয়েছে।

আয়াত দুটির শানে নুযুল এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকা ১৩ নং আয়াতটি রহিত হওয়া সম্পর্কিত তথ্য

সুরা মুজাদালা নাযিল হয় ৫ম হিজরিতে। সুরাটির ১২ নং আয়াতটি ১৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করা সহজ হবে আয়াত দুটির শানে নুযুল এবং বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে ১৩ নং আয়াতটি রহিত হওয়া সম্পর্কিত যে সকল তথ্য আছে তা সামনে থাকলে। তাই চলুন, প্রথমে ঐ বিষয়গুলো দেখে নেওয়া যাক–

ক. ফী যিলালিল কুরআন (২০ তম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

'রসূল (স.)-এর সাথে একাকী সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে একটি প্রতিযোগিতা লেগে থাকতো। প্রত্যেকে তাঁকে নিভৃতে তাদের মনের কথা বলতে চাইতো এবং তার প্রতি রসূল (স.)-এর ঐকান্তিক নির্দেশ ও মতামত গ্রহণ করতে চাইতো। কেউবা নিছক শখের বশেই রসূল (স.)-এর একক ও নিভৃত সাক্ষাতের স্বাদ উপভোগ করতে চাইতো এবং তাঁর সামষ্টিক দায়িত্ব ও সময়ের মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতো না। আর তাঁর সাথে একাকী সাক্ষাৎ করার গুরুত্ব কত এবং তা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ছাড়া হতে পারে না, সেটা অনেকে বুঝতে চাইতো না। এসব বিষয় উপলব্ধি করানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা একাকী সাক্ষাৎকারীর ওপর এক ধরনের কর ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা, আলোচ্য ব্যক্তিটি সমগ্র মুসলিম জামায়াতের সময় ও অধিকারের একটি অংশ একাই ভোগ করতে চাইতো। এ ধরনের নিভৃত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করার আগেই সদাকার আকারে এটা আগাম দিতে হতো।

১২ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পর হজরত আলী (রা.) এই আয়াতের ওপর আমল করতেন। তিনি যখনই রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন, এক দেরহাম সদাকা দিয়ে দিতেন। তবে ব্যাপারটা সাধারণ মুসলিমদের জন্য কষ্টকর হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ তা'য়ালাও এটাও জানতেন। যেহেতু এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ইতোমধ্যে সফল হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিমরা রসূল (স.)-এর সাথে একাকী সাক্ষাতের মূল্য কত তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর থেকে এ কড়াকড়ি প্রত্যাহার করলেন এবং এ কড়াকড়ি প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে পরবর্তী আয়াত নাযিল হলো'।

খ. মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ১৩৪৭ পৃ.)

রসূলুল্লাহ (স.) জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হতো। এই সুবাদে কিছুলোক আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনই কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইতো এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলিমও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূলুল্লাহর এই বোঝা হাল্কা করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদাকা প্রদান করবে। কুরআনে এই সদাকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম তা বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদাকা প্রদান করে রসূল (স.)-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

আশ্চার্যের বিষয়– আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে কিরামগণের অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হযরত আলী (রা.) প্রায়ই বলতেন– কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যা আমি ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি। আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা (আদেশ না থাকা)। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ হলো আয়াতটি রহিত হয়ে যাওয়া।

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক কিন্তু এর ইপ্সিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে– মুসলিমরা আন্তরিক মহব্বতের তাগিদে এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল। আর মুনাফিকরা যখন দেখল যে– সাধারণ মুসলিমদের কর্মপন্থার বিপরীত কিছু করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

গ. তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদক : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পৃ. ২১০-২১২)

২৯ নং টীকায় থাকা বক্তব্য

এইরূপ নির্দেশ দেওয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– মুসলিমগণ নবী করীম (স.)-এর নিকট (নিরিবিলিতে কথা বলার দাবী জানাইয়া) অনেক বেশি কথা বলিতে শুরু করিয়াছিল। এমনকি

তাহারা এই সব করিয়া নবী করিম (স.)-কে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁহার নবীর ওপর হইতে এই চাপ দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন (ইবনে জরীর)। জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন– যে লোকই নবী করীম (স.)-এর সহিত গোপনে একাকিত্বে কথা বলার আবেদন জানাইত তিনি তাহাকে সুযোগ দিতেন। কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। ফলে যাহারই ইচ্ছা হইত, আসিয়া বলিত– আমি একটু আলাদা (একাকিত্বে) কথা বলিতে চাই। তিনি তখনই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এমনকি অনেক লোক এমন সব কথার জন্যও একাকিত্বের দাবী করিত যে জন্য একাকিত্বের আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। ঐদিকে অবস্থা ও সময় ছিল এমন যে– সমগ্র আরব মদীনার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও যুদ্ধমান হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় লক্ষ করা গিয়াছে, কাহারো এরূপ একাকিত্বে কথা বলার পর শয়তান লোকদের কানে কানে ফুঁকিয়া দিত যে– এই লোকটি অমুক কবীলার আক্রমণের খবর জানাইয়া গেল। ইহার দরুন মদীনায় গুজব ও জনশ্রুতি প্রবল ও ব্যাপক হইয়া দেখা দিত। অপর দিকে এই পরিস্থিতিতে মুনাফিকরা বলার সুযোগ পাইত যে, মুহাম্মাদ (স.) বড়ো বাজে কথায় কান দেওয়ার লোক। সকলের কথা তিনি শোনেন। এই সব কারণে এই ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। আর তাই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইল যে– যে লোকই নবী করীম (স.)-এর সাথে গোপনে একাকিত্বে কথা বলিতে চাহিবে, তাহাকে পূর্বেই সদাকা দিতে হইবে।
(আহকামুল কুরআন– ইবনে আরাবী)

কাতাদাহ বলেন– অন্য লোকের উপর নিজের বিশেষত্ব ও প্রাধান্য জাহির করার মতলবেও অনেকে নবী করীম (স.)-এর সহিত গোপনে কথা বলিতে চাহিত (বর্তমান নির্দেশ দ্বারা ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করা হইল)।

হজরত আলী (রা.) বলেন, এই নির্দেশ যখন আসিলো নবী করীম (স.) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন– 'সদাকার পরামাণ কি ঠিক করা হইবে? ... এক দিনার করিলে কেমন হয়?' আমি বলিলাম– 'ইহা লোকদের সামর্থ্যের বাইরে!' তিনি বলিলেন, 'তবে অর্ধেক দিনার করা যায় কি?' বলিলাম– 'লোকেরা এই পরিমাণও দিতে পারিবে না'। তিনি বলিলেন– 'তাহা হইলে কত করিতে বলো?' আমি বলিলাম– 'এক যব পরিমাণ স্বর্ণ ধার্য করা যাইতে পারে'। নবী করীম (স.) ইহা শুনিয়া বলিলেন– انك لزهيد তুমিতো খুব সামান্য পরিমাণেরই পরামর্শ দিলে!'
(ইবনে জরীর, তিরমিযি, মুসনাদে আবু ইয়ালা)

আলী (রা.) বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'ইহা কুরআনের একটি আয়াত, যে অনুযায়ী আমি ছাড়া আর কেহই আমল করে নাই। এই নির্দেশটি আসা মাত্রই আমি সদাকা পেশ করিলাম এবং একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম'।
(ইবনে জরীর, হাকেম, ইবনুল মুনযির, আরদ ইবনে হুমাইদ)

৩০ নং টীকায় থাকা বক্তব্য

এই দ্বিতীয় নির্দেশটি (১৩ নং আয়াত) কিছুকাল পর নাযিল হইয়াছে। আর ইহার ফলে সদাকা দেওয়া ওয়াজিব থাকিল না। উক্ত নির্দেশ বাতিল হইয়া গেল। সদাকা দেওয়ার আলোচ্য নির্দেশ কতদিন কার্যকর ছিল সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কাতাদাহ বলেন একদিনেরও কম সময় এটি কার্যকর ছিল। তাহার পরই ইহা প্রত্যাহার করা হয়। মুতাকিল ইবনে হাইয়াম বলেন, দশ দিন পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর ছিল। আর হাদীসের বর্ণনা মতে এই নির্দেশ কার্যকর থাকার ইহাই সর্বাধিক মেয়াদ।

ঘ. ইবনে কাসীর (১৭তম খণ্ড, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩৬৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুসলিমরা বরাবরই রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে কথা বলার পূর্বে সদাকা করতো। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার পর এ হুকুম উঠে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ (স.)-কে খুব বেশি বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করেন। ফলে রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর তা কঠিন বোধ হয়। তখন আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় এ হুকুম জারি করেন। ফলে রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর বিষয়টি হালকা হয়ে যায়। কেননা এরপর জনগণ প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয়। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের ওপর প্রশস্ততা আনয়ন করেন এবং এ হুকুম রহিত করে দেন। হযরত ইকরামা (রহ.) ও হযরত হাসান বসরীরও (রহ.) উক্তি এটাই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত কাতাদাহ (রহ.) ও হযরত মুতাকিলও (রহ.) এ কথাই বলেন। হযরত কাতাদাহ (রহ.) বলেন যে, শুধু দিনের কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত এ হুকুম বাকি থাকে। হযরত আলীও এ কথাই বলেন যে, এই হুকুমের ওপর শুধু আমিই আমল করতে সক্ষম হই এবং এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের জন্যই এটি বাকি থাকে। অতঃপর এটি মানসুখ হয়ে যায়।

আয়াত দুটি নাযিলের প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) এবং ১৩ নং আয়াত দিয়ে ১২ নং আয়াতটি রহিত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ থাকা তথ্যের সারসংক্ষেপ হলো–

১. মুসলিমগণ কম গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বা অকারণে এবং মুনাফিকরা অকারণে বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, একাকিত্বে কথা বলে রসূল (স.)-এর মহামূল্যবান সময়ের অনেকটা নিয়ে নিচ্ছিল। এর ফলে, রসূল ও সাথে সাথে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া মহামানবের মহামূল্যবান সময় যথাযথ ব্যবহারের কল্যাণ থেকে মানব সভ্যতা বঞ্চিত হচ্ছিল। মানব সভ্যতার এই ক্ষতি কমানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ১২ নং আয়াতটির মাধ্যমে রসূল (স.)-এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেওয়ার বিধান নাযিল করেছিলেন।

২. রসূল (স.) আলী (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে সদাকার পরিমাণ এক যব পরিমাণ স্বর্ণ (বা তার সমমূল্যের কিছু) ধার্য করেন।

৩. একাকিত্বে কথা বলার আগে এই সদাকা, কর আদায়ের মতো দিয়ে দিতে হতো।

৪. শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) ১২ নং আয়াতের ওপর আমল করেছেন বা করতে পেরেছেন।

৫. অধিকাংশ মনীষীর মতে অর্থাভাবে সাধারণ সাহাবীদের জন্য ব্যাপারটি কষ্টকর হওয়ায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একাকিত্বে রসূল (স.)-কে জানানোর কল্যাণ থেকে মুসলিম সমাজ মাহরুম হতে থাকে। তাই ১৩ নং আয়াতটির মাধ্যমে সদাকা দেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ রহিত করে দেন।

৬. দু-একজনের মতে ১২ নং আয়াতটির উদ্দেশ্য (রসূল স.-এর সময় অপচয় না হওয়া) সাধন হয়ে যাওয়ার ফলে ১৩ নং আয়াতটির মাধ্যমে সদাকা দেওয়ার বিষয়টি আল্লাহ রহিত করে দেন।

৭. সদাকা দেওয়ার আদেশটি অর্ধবেলা থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন চালু ছিল। তারপর রহিত হয়ে যায়।

Common sense/আকলের যে সকল তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ১২ নং আয়াতটি ১৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত (মানসুখ) হয়নি

তথ্য-১

রসূল (স.)-এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেওয়ার বিধানটি নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে যে তথ্যটি সবচেয়ে বেশি প্রচারিত তা হলো, রসূল (স.)-এর মহামূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ করা। আর সদাকা দেওয়ার

বিষয়টি রহিত হওয়ার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত তথ্যটি হলো– মুসলিমগণের রসূল (স.)-এর সাথে একাকিত্বে কথা বলা ভীষণ কমিয়ে দেওয়া। যার ফলে নিম্নের দুটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়–

১. রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত অনেক জরুরী ও গোপন তথ্য রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রটির বড়ো ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।
২. ব্যক্তিগত বিষয়ে ইসলামের বিধান গোপনভাবে জানার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এর ফলেও মুসলিম সমাজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

সুধী পাঠক! চিন্তা করুন, ১২ নং আয়াতটি আধা দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে রহিত হওয়ার এটিই যদি কারণ হয় তাহলেতো পূর্বোল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ১৯) ইসলামের শত্রুদের ওয়েব সাইটের (www.inthenameofallah.org.) কথাটি সঠিক প্রমাণিত হবে। সে কথাটি হলো, 'মুসলিমদের আল্লাহর জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার ভীষণ অভাব আছে (নায়ুযু বিল্লাহ)। কারণ, দেখা যায় যে, কুরআনে একটি আদেশ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা, দিন বা মাসের মধ্যে, 'মুসলিমদের আল্লাহ' তা রহিত করে দিয়েছে এ জন্য যে, বিধানটি মুসলিমদের পালন করা কঠিন হচ্ছিল বা তাতে মুসলিমদের ক্ষতি হচ্ছিল'।

তাই, ১২ নং আয়াতটি ১৩ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ হয়ে গেছে এ তথ্য সঠিক হতে পারে না।

তথ্য-২

১২ নং আয়াত মানসুখ করার ২য় কারণ হিসেবে যে তথ্যটি প্রচারিত হয়েছে তা হলো– যে উদ্দেশ্যে সদাকার বিষয়টি চালু করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ একাকিত্বে কথা বলার বিষয়টি ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাওয়ার ফলে রসূল (স.)-এর মহামূল্যবান সময়ের যে ব্যাপক অপচয় হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

উপরোল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, সদাকার বিষয়টি অর্ধবেলা থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন চালু ছিল এবং মাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) এ আমলটি করার সুযোগ পেয়েছিল।

ব্যাপকভাবে চালু হয়ে যাওয়া একটি বিষয় এত অল্প সময়ে যথাযথভাবে শুধরিয়ে যাবে– এটি বাস্তবতার চরম বিরোধী কথা। তাই, ১২ নং আয়াতটি ১৩ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ হয়ে গেছে এ তথ্য সঠিক হতে পারে না।

তথ্য-৩

যে সময় বিধানটি নাযিল হয় সে সময় রসূল (স.) রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। বিধানটি রহিত হয়ে গেলে কেউ একাকিত্বে গোপন কথা বলতে চাইলে তাকে সুযোগ না দেওয়ার কোনো অধিকার রসূল (স.)-এর থাকতো না। ফলে স্বাভাবিকভাবে বিধানটি নাযিল হওয়ার পূর্বের অবস্থা আবার ফিরে আসতো। ফলস্বরূপ রসূল (স.)-এর সময়ের ব্যাপক অপচয় হওয়া পুনরায় শুরু হতো এবং ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রটির ও মানব সভ্যতার ব্যাপক ক্ষতি হওয়া আরম্ভ হতো। একইভাবে ভবিষ্যৎ ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের মূল্যবান সময়ও একইভাবে অপচয় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকতো। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বিধানটি রহিত হওয়া যৌক্তিক হতে পারে না।

তথ্য-৪

বাস্তব কারণে বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সময়ের অপচয় ঠেকাতে তাদের সাথে একান্তে সাক্ষাতের বিষয়টি বিভিন্ন উপায়ে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে। তাই, বিধানটি রহিত হয়ে গেলে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে গুনাহগার হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বিধানটি রহিত হওয়া অযৌক্তিক।

তথ্য-৫

বিধানটি রহিত হয়ে গেলে রসূল (স.) অবশ্যই তা বলতেন। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর কোনো হাদীসে অবশ্যই কথাটি পাওয়া যেত। কিন্তু হাদীস গ্রন্থে এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই। এখান থেকেও বলা যায়, ১২ নং আয়াতটি ১৩ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে কথাটি সঠিক নয়।

বিধানটি অর্ধদিবস থেকে ১০ দিনের মধ্যে রহিত হয়ে গেছে এবং মাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) বিধানটির ওপর আমল করেছিলেন বলে প্রচারিত তথ্য জাল হওয়ার প্রমাণ

Common sense

বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক–

- রসূল (স.)-এর সাথে একাকী কথা বলার বিষয়টি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল বলেই আল্লাহ এ বিধান নাযিল করেছিলেন।
- বাস্তব অবস্থার আলোকে রসূল (স.), আলী (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করে সদকার পরিমাণও নির্ধারণ করেন খুব সামান্য (যব বা বার্লির দানার পরিমাণ স্বর্ণ বা তার সমমূল্যের কিছু)।

- যারা (বাস্তব কারণে) সদাকা দিতে পারবে না তাদের মাফ করে দেওয়া হবে বলে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম থেকেই (১২ নং আয়াতে) জানিয়ে দিয়েছিলেন।
- আল্লাহর বিভিন্ন আদেশ অধিক নিষ্ঠার সাথে পালন করার ব্যাপারে সাধারণভাবে সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালু ছিল।

প্রচলিত কথা হলো বিধানটি অর্ধদিবস থেকে ১০ দিন চালু ছিল। বিষয়টির ব্যাপারে উপর্যুক্ত চারটি তথ্য সামনে থাকলে– অর্ধদিবস থেকে ১০ দিনের মধ্যে মাত্র একজন সাহাবী আল্লাহর আদেশকৃত একটি বিষয়ের ওপর আমল করেছিলেন, এ কথা কি সত্য হতে পারে? আমার বিশ্বাস আপনারা সকলেই বলবেন, অবশ্যই পারে না।

কুরআন

১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

... ... فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ... ...

... ... অতঃপর যখন তোমরা তা (সদাকা) করোনি, আর (পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। ... ...

ব্যাখ্যা : 'অতঃপর যখন তোমরা তা (সদাকা) করোনি' অংশটুকু থেকে সহজে বোঝা যায় কিছু কিছু সাহাবী সদাকা না দিয়ে একাকিত্বে রসূল (স.)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। কী কারণে তারা তা করেছিলেন সেটি পরে আসছে।

** তাই, নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে– রসূল (স.) এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেওয়ার বিধানটি অর্ধদিবস থেকে ১০ দিনের মধ্যে রহিত হয়ে গেছে এবং মাত্র একজন ব্যক্তি (আলী রা.) বিধানটির ওপর আমল করেছিলেন বলে প্রচারিত তথ্যটি বানানো বা জাল। অর্থাৎ রসূল (স.)-এর সাথে একাকিত্বে কথা বলার আগে সদাকা দেওয়ার বিধানটি রহিত হয়নি তথা চালু আছে।

সুরা আল মুজাদালার ১২ ও ১৩ নং আয়াতের সঠিক তথা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা

চলুন এখন দেখা যাক– সুরা আল মুজাদালার ১২ ও ১৩ নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটি, যা পরস্পর সম্পূরক হবে, বিপরীত হবে না এবং যা মুসলিম জাতি বা মানব সভ্যতার ক্ষতি করবে না বরং উপকার করবে।

১২ নং আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা রসুলের সাথে চুপি চুপি (ব্যক্তিগত) কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সদাকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও (সমাজের জন্য) অধিক পরিশোধক। যদি তা না পারো তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল মুজাদালা/৫৮ : ১২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে প্রথমে যে সকল ঈমানদার রসূল (স.)-এর সাথে একাকিত্বে কথা বলতে চায় তাদের কথা বলার পূর্বে সদাকা দিতে হবে বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো–

- সদাকা কী দিতে হবে, কী পরিমাণ দিতে হবে বা কতটুকু সম্পদ থাকলে সদাকা দিতে হবে তা আল্লাহ উল্লেখ করেননি।
- রাষ্ট্রীয় না ব্যক্তিগত বিষয়ে গোপনে কথা বলার আগে সদাকা দিতে হবে তা স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেননি। আর এটি বোঝা খুবই সহজ যে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত বিষয়ে বিধানটির প্রয়োগ একই হবে না।

  রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গোপনে রাষ্ট্রপ্রধানকে জানালে রাষ্ট্র তথা সাধারণ জনগণের কল্যাণ হবে। তাই মানুষকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত না করে উৎসাহিত করা দরকার। আর ব্যক্তিগত বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সময় ব্যয়ে ব্যক্তির কল্যাণ হবে কিন্তু সাধারণ জনগণ ঐ সময়ের কল্যাণ থেকে মাহরুম হবে।
- যারা বাস্তব কারণে সদাকা দিতে অসমর্থ হবে তাদের মাফ করে দেওয়া হবে বলে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই সহজে বুঝা যায়– রসূল (স.) সাথে একাকিত্বে কথা বলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া বিধানটির উদ্দেশ্য ছিল না। বরং সদাকা দেওয়ার শর্ত আরোপের মাধ্যমে ঐ কাজে নিয়ন্ত্রণ আনা অর্থাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে স্বল্পসময়ে তা বলার ব্যবস্থা চালু রাখাই বিধানটির উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি আরও বোঝা যায় আয়াতটির পরের অংশের 'এটা (সদাকা দেওয়া) তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিশোধক' বক্তব্যটি থেকে। এ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– একাকিত্বে বেশি কথা বলার ফলে রসূল (স.)-এর সময়ের অপচয় হয়ে মহাক্ষতি হচ্ছিল। ঐ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সদাকা

দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কারণ এতে একাকিত্বে কথা বলায় কাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণ আসবে এবং বিষয়টির খারাপ দিকটি পরিশোধিত হয়ে সমাজের কল্যাণ হবে।

১৩ নং আয়াত–

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

তোমরা কি চুপি চুপি কথা বলার পূর্বে সদাকা প্রদান করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো? অতঃপর যখন তোমরা তা (সদাকা) করোনি, আর (পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো। আর আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

(সুরা আল মুজাদালা/৫৮ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম কথাটি থেকে বোঝা যায় একাকিত্বে কথা বলার পূর্বে সদাকাহ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে অনেক সাহাবীর মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা দিয়েছিল। এ উদ্বিগ্নতার সম্ভবপর কারণগুলো হতে পারে–

- অনেক সাহাবী আর্থিক অপারগতার কারণে সদাকা না দিয়ে রসূল (স.)-এর সাথে রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তবে অপারগতার কারণটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না এ বিষয়ে তাদের উদ্বিগ্নতা ছিল। আর এ থাকাটা স্বাভাবিকও ছিল।
- আল্লাহর বিধান অধিক নিষ্ঠার সাথে পালন করার জন্য সাহাবীগণ প্রতিযোগিতা করতেন। তাই (আল্লাহর মাফের ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও) অধিক পরহেজগারীর কারণে বহু সাহাবীর নিজের জ্ঞানে আসা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও একাকিত্বে রসূল (স.)-কে জানানো বন্ধ করে দেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এর ফলে নবীন ইসলামী রাষ্ট্রটির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে পেরে অনেক সাহাবীর উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।
- কোনো কোনো সাহাবী হয়তো আলোচনার বিষয়টি বিশেষ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভেবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সদাকা না দিয়ে গোপনে রসূল (স.)-কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এতে গুনাহ হয়েছে কি না ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই আল্লাহ আয়াতের পরের অংশের বক্তব্যগুলো বলেছেন। তাই, পরে উল্লিখিত 'অতঃপর যখন তোমরা তা (সদাকা) করোনি, আর (পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী) আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করো।' অংশটুকুর ব্যাখ্যা হবে–

- যে সকল সাহাবী অপারগতার কারণে সদাকা না দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বল্প সময়ে রসূল (স.)-এর সাথে গোপনে বলে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাদের আল্লাহ আবার নিশ্চিত করলেন যে, পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী তোমাদের কোনো গুনাহ হয়নি। তাই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা, স্বল্প সময়ে, গোপনে রসূলকে জানানোর প্রথা চালু রাখো।
- যারা অধিক পরহেজগারী দেখাতে গিয়ে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কথা গোপনে রসূল (স.)-কে বলেনি, তাদেরকে আল্লাহ বলেছেন– 'আল্লাহর আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। আমি বলেছি সামর্থ্য থাকলে সদাকা দিয়ে কথা বলতে। কিন্তু তোমরা তা না করে পরহেজগারীর কাজ করনি। তবে এ পর্যন্ত যা করেছ তা আমি মাফ করে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে'।
- যারা বিশেষ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সদাকা না দিয়ে গোপনে রসূল (স.)-কে জানিয়েছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ বলেছেন– 'বিশেষ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তোমরা মাফ পেয়ে গেছ'। অর্থাৎ তারা কোনো অপরাধ করেনি।

ওপরে উল্লেখিত তথ্যগুলো সামনে রাখলে, আয়াত দুটি থেকে সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য যে বাস্তব তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো–

- রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বেশি সময় নিয়ে কথা বলার মানসিকতা দূর করতে হবে।
- যাদের সামর্থ্য নেই তারা সদাকা না দিয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বা ব্যক্তিগত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যথাসম্ভব স্বল্প সময় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে কথা বলতে পারবে।
- যাদের সামর্থ্য আছে তারা সদাকা না দিয়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যথাসম্ভব স্বল্প সময় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে কথা বলতে পারবে।

- যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকে সদাকা দিয়ে ব্যক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ কথা, যথাসম্ভব স্বল্প সময় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে গোপনে বলতে হবে।
- সদাকার অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণে ব্যয় হবে।

৪. 'সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে থাকা তাহাজ্জুদ সালাতের সময়ের পরিমাণের বিষয়টি একই সুরার ২০ নং এবং সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়েছে' কথাটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

সুরা মুযযাম্মিলের ১, ২, ৩ ও ৪ আয়াত–

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا. نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا.

হে চাদরাবৃত (রসুল)! রাতে (সালাতে) দাঁড়াও, সামান্য (অংশ) ছাড়া। তার (রাতের) অর্ধেক বা তারচেয়ে কিছু কম (সময় দাঁড়াও)। অথবা তারচেয়ে বেশি এবং কুরআন পাঠ করো যথাযথভাবে।

(সুরা আল মুযযাম্মিল/৭৩ : ১-৪)

সুরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াত–

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ ... ...

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে– তুমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে থাকো (কখনও) রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) অর্ধেক, (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের (পরিমাণ)। তিনি জানেন যে– তোমরা তা (রাত্র জাগরণ) পুরোপুরি পালন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন, সুতরাং তোমরা কুরআন থেকে ততটুকু পড়ো যতটুকু সহজসাধ্য হয়। ... ...

(সুরা আল মুযযাম্মিল/৭৩ : ২০)

সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াত–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا . وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا .

সালাত কায়েম করো সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত (চার বার) এবং ফজরে কুরআন পাঠ করো। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ (সালাত) আদায় করা তোমার জন্য একটি নফল (অতিরিক্ত ফরজ)। আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে অধিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।

(সুরা বনী ইসরাঈল/১৭ : ৭৯)

প্রচলিত কথা : মুসলিম সমাজে এ কথা চালু আছে যে, সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াত একই সুরার ২০ নং এবং সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াত দিয়ে মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। এ বিষয়ে দু'জন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ–

ক. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লিখিত আল ফাউযুল কবীরের বঙ্গানুবাদ (কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি) গ্রন্থের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– (কেউ কেউ বলেছেন) এ আয়াতকে (সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াত) একই সুরার শেষ আয়াত (২০ নং আয়াত) দিয়ে মানসুখ করা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হুকুম দিয়ে একে মানসুখ করা ঠিক নয়। মূল সত্য হলো এই যে, সুরার শুরুতে রাত জাগার যে হুকুম রয়েছে তা মুস্তাহাবে মুয়াক্কাদা ছিল। পরের আয়াত এসে তাকীদ বাতিল করে শুধু মুস্তাহাব বাকি রেখেছে।

খ. বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী লিখিত 'উলুমুল কুরআনের' বঙ্গানুবাদ (আল কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান) গ্রন্থের ১২৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বক্তব্য হলো– এ আয়াতে (সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ আয়াত) কমপক্ষে রাত্রির অর্ধাংশে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পরের আয়াত দিয়ে এতে সহজতা সৃষ্টি করে প্রাক্তন হুকুমকে রহিত করা হয়েছে। নাসিখ (রহিতকারী) আয়াতটি হলো ২০ নং আয়াত।

সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতের বক্তব্য, একই সুরার ২০ নং এবং সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে কথাটি যেভাবে তৈরি করা হয়েছে–

প্রচলিত কথা হচ্ছে, সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে তাহাজ্জুদ সালাত রসূল (স.)-এর জন্য ফরজ বলা হয়েছে এবং রাতের অর্ধেক বা তার থেকে কিছু কম বা বেশি অংশ ধরে ঐ সালাত তাকে পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু সুরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে সহজে পড়া যায় (বেশি কষ্ট না হয়) এতটুকু সময় ধরে তাহাজ্জুদ পড়তে এবং বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে তাহাজ্জুদ রসূল (স.)-এর জন্য নফল। সুতরাং মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতের বক্তব্য ঐ সুরার ২০ নং আয়াত এবং বনী ইসরাঈলের ৭৮ ও ৭৯ নং আয়াত দিয়ে রহিত হয়ে গেছে।

সুরা দুটির আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা

চলুন এখন সুরা দুটির আয়াতগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সে ব্যাখ্যার আলোকে সুরা মুযযাম্মিলের ২, ৩ ও ৪ আয়াতের বক্তব্য রহিত হতে পারে কি না তা পর্যালোচনা করা যাক–

সুরা মুযযাম্মিলের ১, ২, ৩ ও ৪ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা

চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী ব্যক্তি বলে রসূল (স.)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সুরাটির বক্তব্য শুরু করা হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে রসূল (স.)-কে সামনে রেখে। ২, ৩ ও ৪ নং আয়াতে রাতের কতটুকু অংশ ধরে তাহাজ্জুদ সালাত পড়তে হবে সেটি আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এখানে যে বিকল্পসমূহ আল্লাহ রেখেছেন তা হলো–

- অর্ধেক রাত।
- অর্ধেক রাতের কিছু কম অংশ।
- অর্ধেক রাতের কিছু বেশি অংশ।

অর্থাৎ এ তিন বিকল্প পরিমাণের যে কোনোটি অনুসরণ করলে তাহাজ্জুদ সালাতের দীর্ঘতা সম্বন্ধে আল্লাহর আদেশ মানা হয়ে যাবে।

রসূল (স.)-কে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়ার কারণের বিষয়ে আল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন সুরার ৫ ও ৬ নং আয়াতে। সে বক্তব্য হলো–

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا . إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيلًا .

নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি শীঘ্রই গুরুভার (গুরুত্বপূর্ণ) বাণী অর্পণ করবো। অবশ্যই রাত্র জাগরণ আত্মার উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত কার্যকর এবং বলা বিষয়ের জন্য (কুরআনে বলা বিষয় অনুধাবনের জন্য) সবচেয়ে উত্তম।

(সুরা আল মুযযাম্মিল/৭৩ : ৫ ও ৬)

ব্যাখ্যা : এখান থেকে বোঝা যায়, কুরআনের বক্তব্য বাস্তবায়ন করার যে গুরুতর দায়িত্ব রসূল (স.)-এর ওপর অর্পিত হয়েছিল সে জন্য তাঁকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য তাহাজ্জুদ সালাতের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাহাজ্জুদ সালাতের যে দুটি দিকের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–

- **প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন করা**
  মানুষের প্রবৃত্তি রাতে ঘুমিয়ে আরাম করতে চায়। সে আরাম ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই এখানে, অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করার উপযুক্ত করে প্রবৃত্তিকে তৈরি করাকে, তাহাজ্জুদ সালাত রসূল (স.)-এর জন্য ফরজ করার একটি উদ্দেশ্য বলা হয়েছে।

- **কুরআনের বক্তব্য যথাযথভাবে অনুধাবন করা ও মনে রাখা**
  পৃথিবী যে সময় কোলাহল মুক্ত থাকে, সেটিই হলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করে তার বক্তব্য বুঝে নেওয়া ও মনে রাখার সময়। সহজে বলা যায় যে, গভীর রাত হলো সেই সময়। কুরআন, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে, কুরআনের বক্তব্য গভীরভাবে অনুধাবন এবং সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে। তাই এটিকেও এখানে, তাহাজ্জুদ সালাত রসূল (স.)-এর জন্য ফরজ করার একটি উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে।

সুরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

সুরা মুযযাম্মিলের প্রথম রুকু (১-১৯ আয়াত) নাযিল হয় মক্কী জীবনের প্রথম দিকে। আর দ্বিতীয় রুকু (২০ নং আয়াত) নাযিল হয় মাদানী জীবনে, সালাত ও যাকাত ফরজ হওয়ার বিধান নাযিল হওয়ার পর। তাহলে এ সুরাটির ২-৪ নং আয়াত এবং ২০ নং আয়াত নাযিল হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমপক্ষে ১০ বছর।

২০ নং আয়াতের প্রথম দিকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়, সুরাটির ২-৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আদেশ আসার সাথে সাথে রসূল (স.) রাতের কখনও

প্রায় ২/৩ অংশ, কখনও ১/২ অংশ বা কখনও ১/৩ অংশ, তাহাজ্জুদ সালাত পড়া শুরু করেন। পরে সাহাবীগণও তাঁর সাথে যোগ দেন। যদিও তাঁদের জন্য তাহাজ্জুদ পড়ার আদেশ ছিল না।

আয়াতটির পরের অংশের বক্তব্যটি সাধারণভাবে অসংলগ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি মোটেই তা নয়। এ অংশের মাধ্যমে যে তথ্যটি আল্লাহ জানিয়েছেন তা হলো– রসূল (স.) ও সাহাবীগণ তাহাজ্জুদ পড়ার সময় রাতের কতটুকু অংশ চলে গেল তার নিখুঁত হিসাব রাখতে পারতেন না। এর নানাবিধ কারণ হতে পারে। যেমন–

- বর্তমান কালের মতো ঘড়ি না থাকায় সময় সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন না।
- আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী রাত, প্রতি দিন বা প্রতি মাসে কতটুকু করে ছোটো-বড়ো হয়, তার হিসাব তারা সঠিকভাবে জানতেন না।
- সালাতে গভীর মনোনিবেশের কারণে সময় কোনদিক দিয়ে চলে যেত তা তারা বুঝতে পারতেন না।

এ তথ্যটিই আল্লাহ উপস্থাপন করেছেন আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহ রাত-দিনে সময়ের নিখুঁত হিসাব রাখতে সক্ষম। তিনি জানেন যে, তোমরা তার (রাত-দিনের সময়ের) সঠিক হিসাব রাখতে পারো না' বক্তব্যের মাধ্যমে।

আয়াতের فَتَابَ عَلَيْكُمْ অংশের তরজমা অনেকে করেছেন 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন'। কিন্তু এ তরজমা সঠিক হবে না। কারণ, এখানে রসূল (স.) বা সাহাবীগণ কোনো অন্যায় করেননি, যার জন্য ক্ষমা দরকার।

এ অংশের সঠিক ব্যাখ্যা : সুরার প্রথমে আল্লাহ শুধুমাত্র রসূল (স.)-কে রাতের অর্ধেক বা তার কম বা বেশি অংশ তাহাজ্জুদের সালাত পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এর কারণ ছিল, তাঁর ওপর অর্পিত গুরু-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উপযুক্ত করে নিজেকে গঠন করা। এ আদেশ পালন করতে গিয়ে ১০ বছরকাল শুধু রসূলই (স.) নন, সাহাবীগণও রাতের কখনো প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধেক এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ সালাতে কাটিয়েছেন। এতে আল্লাহ খুশি হয়ে তাদের কাজকে কবুল করেছেন।

এরপর আল্লাহ যতটুকু পড়া সহজ ততটুকু কুরআন পড়ে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে নিতে বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ, ৩ ও ৪ নং আয়াতে তাহাজ্জুদ

সালাতের সময়ের পরিমাণের যে তিনটি বিকল্প বলেছিলেন তাঁর শারীরিক কষ্টের দিকে খেয়াল রেখে তার যে কোনোটি গ্রহণ করতে বলছেন। যেমন– যে রাতের আগের দিনটি খুব কষ্টের কাজে কেটেছে বা যার পরের দিনে খুব কষ্টের কাজ আছে, সে রাতটিতে ১/৩ অংশ বা তার কম সময় তাহাজ্জুদ পড়া। যে রাতের আগের দিনটি মধ্যম কষ্টের কাজে কেটেছে বা যার পরের দিনে মধ্যম কষ্টের কাজ আছে, সে রাতটিতে ১/২ অংশ বা তার কম সময় তাহাজ্জুদ পড়া। যে রাতের আগের দিনটি অল্প কষ্টের কাজে কেটেছে বা যার পরের দিনে তেমন কষ্টের কাজ নেই, সে রাতটিতে প্রায় ২/৩ অংশ বা তার বেশি সময় তাহাজ্জুদ পড়া।

তাই, ২০ নং আয়াত দিয়ে ২-৪ নং আয়াতের বক্তব্য রহিত হওয়ার প্রশ্নই আসতে পারে না।

সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

সুরা বনী ইসরাঈল মি'রাজের সময় তথা হিজরতের এক বছর পূর্বে নাযিল হয়। ৭৮ নং আয়াতে জোহর থেকে এশা পর্যন্ত ওয়াক্তীয় সালাত এবং ফজরের সালাত প্রতিষ্ঠা করার (ফরজ হওয়ার) কথা বলা হয়েছে। এরপর ৭৯ নং আয়াতে রসূল (স.)-এর জন্য তাহাজ্জুদের সালাতকে নফল বলা হয়েছে।

সুরা মুযযাম্মিলের ২-৪ নং আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের সালাত রসূল (স.)-এর জন্য ফরজ তথ্যটি জানানো হয়েছে। আর সুরাটির ৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন তাহাজ্জুদের সালাত রসূল (স.)-এর জন্য ফরজ করার কারণটি। সে কারণটি হলো– যে গুরুদায়িত্ব রসূল (স.)-এর ওপর তিনি দিতে যাচ্ছেন তার জন্য উপযোগী করে রসূল (স.)-কে তৈরি করা।

রসূল (স.)-এর ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব সমাপ্ত হওয়ার ১১ বছর পূর্বে সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তাই, এই আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ সালাত রসূল (স.)-এর জন্য নফল তথা ফরজের অতিরিক্ত এটি বলার কোনো সুযোগ নেই।

নফল শব্দটির শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। পরিভাষাগত দিক দিয়ে শব্দটিকে যেমন 'ফরজের অতিরিক্ত' হিসেবে ধরা যায়, তেমনি 'অতিরিক্ত ফরজ' হিসেবেও ধরা যায়। তাই, এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হবে– তাহাজ্জুদ সালাত রসূল (স.)-এর জন্য ওয়াক্তীয় ফরজ সালাতের বাইরে অতিরিক্ত ফরজ সালাত এবং সাধারণ মানুষের জন্য নফল তথা ফরজের পর অতিরিক্ত সালাত। কিছু মনীষী (যেমন– ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ) আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই

করেছেন। আর রসূল (স.)-এর হাদীসের মাধ্যমেও ব্যাখ্যাটির সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন– এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে রসূল (স.) বললেন, তোমাদের জন্য দিন ও রাতের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ। লোকটি জিজ্ঞেস করলো– এ ছাড়া অন্যকিছু কি আমার জন্য ফরজ? জবাবে বলা হলো– না। তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু পড়লে ভিন্ন কথা।

তাই, সুরা বনী ইসরাঈলের ৭৮-৭৯ নং আয়াত দিয়ে সুরা মুযযাম্মিলের ২-৪ নং আয়াতের বক্তব্য রহিত হতে পারে না।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

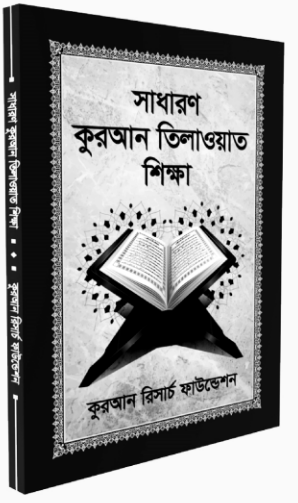

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

নাসিখ-মানসুখ দিয়ে ইসলামের যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে

ক্ষতি-১

কুরআনের জ্ঞানার্জনের ১নং মূলনীতিকে (কুরআন তথা ইসলামে কোনো পরস্পর বিরোধী কথা নেই) সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ কুরআন বিরোধী অনেক ভুল কথা ইসলামের কথা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কুরআন বিরোধী কথাগুলোর উৎস হিসেবে প্রচার করা হয়েছে–

- রসূল (স.)-এর নামে বানানো কোনো হাদীস।
- কুরআনের কোনো আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা।

ক্ষতি-২

কুরআনের অনেকে আয়াতের কল্যাণ থেকে মানব সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর কয়েকটি আমরা আলোচনা করেছি।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আশা করি উপস্থাপিত তথ্যের আলোকে আপনারা নিশ্চিত হয়েছেন যে–

- 'আল কুরআনের অনেক আয়াত পূর্বে ছিল তবে পরে আল্লাহ তা সরাসরি রহিত করে উঠিয়ে নিয়েছেন বা রসূল (স.)-কে ভুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে উঠিয়ে নিয়েছেন' কথাটি মোটেই সঠিক নয়।
- 'বর্তমান কুরআনে রহিত হওয়া ও রহিতকারী উভয় ধরনের আয়াত আছে' কথাটিও ভুল। বরং কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা নাযিল হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- 'কুরআনের কিছু আয়াতের তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা চালু নেই' এ কথাও সম্পূর্ণ ভুল। কুরআনের সকল আয়াতের তিলাওয়াত ও শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

সহজে বুঝা যায় যে, নাসিখ-মানসুখ বিষয়টি কুরআনের অনেক আয়াতের অপূর্ব কল্যাণ থেকে মানব সভ্যতাকে বঞ্চিত করেছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মাদ্রাসার সিলেবাসে বিষয়টি আছে এবং ছাত্রদের তা পড়ে ও লিখে পাশ করতে হয়। তাই, আমাদের সকলের, বিশেষ করে যারা ইসলামী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ও সিলেবাস প্রণয়নের অবস্থানে আছেন তাদের সকলের জরুরী ভিত্তিতে বিষয়টির দিকে খেয়াল দেওয়া দরকার। আল্লাহ মুসলিম জাতিকে এ তাওফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে ধরিয়ে দেওয়া শ্রদ্ধেয় পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব। আর সঠিক হলে তা শুধরিয়ে নেওয়া আমার ঈমানী দায়িত্ব। সকলের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. মৌলিক শতবার্তা (পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৭. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭, ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮

- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০

- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী,
  মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা
  মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ,
  ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬
- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার,
  ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২

❖ **চট্টগ্রাম**

- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা,
  মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

❖ **রাজশাহী**

- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৯৩৩৩৪৮৩৪৮, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া। ০১৭৭৯১০৯৯৬৮, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯

❖ **খুলনা**

- **কিউআরএফ খুলনা অফিস : ১৫৯,** শচিনপাড়া, টুটপাড়া, খানজাহান আলী রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** হামিদপুর আদর্শপাড়া জিন্নাত মুহরীর বাসা ২য় তলা, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, ০১৩১৭৭১৬২৭৬, ০১৯৯০৮৩৪২৮২

❖ **সিলেট**

- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... .
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...